নবদ্বীপনিবাসী শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

পরশুরামের মাতৃহত্যা (বা)

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ গীতাভিনয়।

মূল্য ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১॥০ দেড় টাকা।

পার্ব্বতী বাবুর গীতাভিনয়ের গুণাগুণ সকলেই জানেন। তাঁহার রচিত সকল পালাগুলিই আজকাল প্রায় সমস্ত যাত্রার-দলেই অভিনীত হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার প্রণীত বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি নবরসে পরিপূর্ণ নূতন গীতাভিনয় পরশুরামের মাতৃহত্যা বা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দিগ্বিজয়ে শ্বেতকেতু রাজার সহিত কার্ত্তবীর্য্যের ভীষণযুদ্ধ ও শ্বেতকেতু বধ, পতিশোকবিহ্বলা শ্বেতকেতু-মহিষীর দারুণ প্রতিহিংসা ও লোমহর্ষণ নারীযুদ্ধ। পরশুরামের পিতৃ আজ্ঞা পালন ও নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ মাতৃহত্যা। কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক জমদগ্নি হত্যা ও কাপলা হরণ। পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় ধরণী ও রাজমহিষীর ক্রোড় হইতে রাজপুত্রগণকে হত্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুললিত গীতসমূহের সহিত বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

উপহার—চন্দ্রহাস গীতাভিনয়।

সাবধান! ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড! সাবধান!

এই পুস্তক ক্রয়কালীন মলাটের উপর নবদ্বীপনিবাসী—শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও কলিকাতা ৫৭।১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে এন, কে, শীল এণ্ড এস, কে, শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন। কারণ কোন কোন অজ্ঞাতনামা লেখক আমাদের ক্ষতির উদ্দেশে এই পুস্তকের নানারূপ নকল বাহির করিয়া বিক্রয় করিতেছে। বলা বাহুল্য, সেই সকল মহাত্মাদের রচিত পুস্তকের সহিত আমাদের পুস্তকের কোনও স্থানে মিল নাই, এবং সেই সকল পুস্তকও আদৌ অভিনয়ের উপযুক্ত হয় নাই।

ম্যানেজার—নিত্যানন্দ লাইব্রেরী।

গোপন চুম্বন

(বা)

পাপের ভীষণ প্রতিফল !

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

এস, কে, শীল এণ্ড এন, কে, শীল দ্বারা প্রকাশিত।

[৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।]

CHAITANYA PRESS :
CALCUTTA.
1903.

কলিকাতা, ৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।

গোপন চুম্বন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ যোধপুরের পাঁচ ক্রোশ দূরে পিপার নামক সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর পূর্ব্বাংশের পল্লীতে মধ্যমপ্রকারের একটি ইষ্টকালয়ে বসিয়া দুইটি যুবতী কাপড়ের উপর জরির কাজ করিতেছিল।

যুবতীদ্বয় সুন্দরী,—কেবল বালিকা কাল উত্তীর্ণ করিয়া যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। কেবল ফুটনোন্মুখী নব-কলিকায় যৌবন-নীহার আপতিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়স ষোড়শ বৎসর হইবে। উভয়ে সহোদরা ভগিনী।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে;—সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে ঈষৎ হেলিয়া বসিয়া প্রখর করজাল বর্ষণ করিতেছেন।

সরঃসুন্দরী নলিনীনাথ-করে প্রফুল্লিত হইয়া বাতাসে দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। বৃক্ষকুঞ্জে ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া চাতক "ফটিক জল—ফটিক জল" করিয়া করুণ কাহিনীতে দিগন্ত পূর্ণ করিতেছিল।

নিবিষ্টমনে যুবতীদ্বয় কাপড়ের উপর জরির কার্য্য করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠা বলিল, "দিদিমণি! এই কাপড়খানার কোণে একটা প্রজাপতি তুলিলাম, দেখ দেখি, কেমন হইল?"

জ্যেষ্ঠার নাম সঞ্জুক্তা ও কনিষ্ঠার নাম যমুনা।

দুই ভগিনী পিতার স্নেহবাহুর কোমল আশ্রয়ে প্রতিপালিতা। অতি শৈশবে ইহাদিগের মাতার মৃত্যু হয়,—পিতা ভীমসিংহ একজন রাঠোর সামন্ত। কিন্তু বিধির বিপাকে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মারাবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে—এই পিপারের একাংশে আসিয়া কন্যা দুইটিকে লইয়া বসতি করিতেছিলেন।

যে বাড়ীতে যুবতীদ্বয় অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের নিজের বাড়ী নহে, ভাড়াটিয়া বাড়ী।

ভীমসিংহের সম্পত্তি লইয়া তাঁহাদিগের জ্ঞাতির সহিত এখনও রাজসরকারে বিচার চলিতেছিল। ভীমসিংহকে সেইজন্য প্রায়শই মারাবারের রাজসিংহাসন-সমীপে যাতায়াত করিতে হয়। আজি তিন দিন হইল, তিনি সেখানে গমন করিয়াছেন।—মারাবারের সিংহাসনে এখন রাঠোর-রাজ গজসিংহ অধিষ্ঠিত।

রাঠোর-রাজ গজসিংহের একটি মাত্র পুত্র,—নাম অমরসিংহ। অমরসিংহ মারাবারের পঞ্চাশৎ সহস্র রাঠোরের রাজসিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী।

কিন্তু মারাবারের কেহই অমরসিংহকে ভালবাসিত না। অমরসিংহ বলবান, তেজস্বী এবং উদ্ধতস্বভাবসম্পন্ন। তিনি

পিতার দক্ষিণাবর্ত্তের যুদ্ধজয়ের প্রধান সহায় বটে, কিন্তু কতক-গুলি অসদ্বৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই পরিবিদ্যমান ছিল। তিনি অত্যন্ত বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অমরসিংহ ইন্দ্রিয়ানলে সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিতেও প্রস্তুত। তিনি তাঁহার পাপবাসনার পরিতৃপ্তি সাধনজন্য সমস্তই করিতে প্রস্তুত।

যুবতীদ্বয়ের পিতা মারাবারে স্বীয় সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য রাজসিংহাসনসমীপে বিচার প্রার্থনায় গমন করিয়াছিলেন।

যুবতীদ্বয়ের গৃহে একটি দাসী এবং একটি ভৃত্য আছে।

কনিষ্ঠার প্রশ্নে জ্যেষ্ঠা বলিল, "কৈ, দেখি ?"

কনিষ্ঠা যমুনা কাপড়খানা দিদির হস্তে প্রদান করিল।

জ্যেষ্ঠা সজুক্তা তাহা দেখিয়া, ভগিনীর গণ্ডে একটা ছোট টিপ দিয়া বলিল, "এমন কোথায় শিখ্‌লি ? এমন প্রজাপতি তুলিতে তোকে কে শিখাইল ?"

যমুনা। কাল একটা প্রজাপতি আমাদের দেওয়ালের গায়ে বসিয়াছিল, আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম।

সজুক্তা। আমাদের দেয়ালে প্রজাপতি বসিয়াছিল ? প্রজাপতি বসিলে শুভকার্য্য হয়, তবে বুঝি তোর বিবাহ হবে ?

যমুনা। তোমার হবে—তুমি বড়, আমি ছোট।

বলা বাহুল্য, যুবতীদ্বয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই। বঙ্গদেশের মত বাল্যবিবাহ সে দেশে নাই।

এস্থলে আমারও একটা কৈফিয়ৎ আছে। আমরা ইতি-হাসের কথার জন্য পশ্চিমে যাই না,—রাঠোর, রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয় বংশ খুঁজি না,—যুবক যুবতীর আকস্মিক ও দুর্দ্দমনীয়

প্রেম দেখাইয়া, নভেল পাঠককে বিহ্বল করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই, এবং তাহারই জন্য অতদূরে গিয়া কর্ম্মভোগ সহ্য করিতে হয়। ঐতিহাসিক গোটা কয়েক নামও আমাদিগের এইজন্য ঘাড়ে করিয়া বহিতে হয়,—নতুবা অন্যান্য বিষয়ে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুই থাকে না।

সঞ্জুক্তা। বাবার আজি আসিবার কথা ছিল, এখনও আসিলেন না কেন?

যমুনা। হাঁ—অন্য যেদিন আসেন, প্রায় সকাল এক প্রহরের মধ্যেই আইসেন। তবে বুঝি আজি আর আসিলেন না।

সঞ্জুক্তা। বাবা আর পারেন না। বারাবারে যাওয়া আসা করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিষয়গুলি উদ্ধার হ'লে আমাদের আর এ কষ্ট থাকে না।

যমুনা। আচ্ছা, দিদিমণি! আমাদের ন্যায্য বিষয় তাহারা ফাঁকি দিয়ে নেয় কেন? পরের জিনিষ পরে কাড়িয়া লইয়া পরের মনে ব্যথা দেয় কেন?

সঞ্জুক্তা। সকলেই কি তোর মত সংসারজ্ঞানহীনা বালিকা? ভূমিলাভের জন্য কে কি না করিতেছে? কত নরহত্যা, কত রক্তপাত, কত অনর্থ ঐ এক ভূমিলাভের জন্যই ঘটিতেছে।

যমুনা বিস্ফারিত ও বিস্ময়বিক্ষোভিত নয়নে জ্যেষ্ঠার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদিমণি! আমি বলিকা, না যাহারা পরের ভূমি লাভের জন্য এই বাদ-বিসম্বাদ, রক্তপাত, নরহত্যা প্রভৃতি করিতেছে, তারা অজ্ঞান। ভূমি ত চিরকালই পড়িয়া আছে, পড়িয়া থাকিবে,—কতজনের উহাতে স্বামীত্ব সম্বন্ধ হইতেছে, কত জন চলিয়া যাইতেছে। তবে কেন,—কিসের

জন্ত এত? যার যা আছে, সে তাই সুখস্বচ্ছন্দে ভোগ দখল করুক।"

সংযুক্তা তাহার গালে একটা টিপ দিয়া বলিল, "টেবু! এবার তোমার কথা শুনিয়াই সকলে কাজ করিতে থাকিবে।"

এমন সময় তাঁহাদের বাড়ীর সদর দরওয়াজায় কে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিল। ভগিনীদ্বয় ভাবিল, হয় ত তাহাদের পিতা বাড়ী আসিয়াছেন। উভয়ে তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

একজন শ্রান্ত ক্লান্ত ভদ্রযুবক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "একটু আশ্রয়প্রার্থী, ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি—আমি পথিক।"

ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে তাহাদের পিতার বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অপরূপ রূপশালিনী যুবতীদ্বয়কে দেখিয়া পথিকের যেন অনেকটা শ্রান্তি বিদূরিত হইল। যুবতীদ্বয় যখন চলিয়া গেল, তখন একদৃষ্টে চাহিয়া পথিক তাহাদের রূপলহরীর লাবণ্যলীলা চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিল। পথিক যুবক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতিথি।

দাসী আনিয়া অতিথি যুবককে একটা পিত্তল ঝারিতে করিয়া এক ঝারি জল দিয়া গেল, অতিথি তাহা লইয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আহারের ডাক হইল,—অতিথি আহার করিতে গেলেন।

সংযুক্তা আহারীয় পরিবেশন করিতেছিল, যমুনা তথায় অতিথির অভ্যর্থনার্থ বসিয়া ছিল,—অতিথি সেখানে পদার্পণ করিতেই শিহরিয়া উঠিলেন। যমুনার সেই লোকললামভূতা রূপ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর বৈদ্যুতিক খেলিল। এমন রূপ বুঝি তিনি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই।

অতিথি আহারে বসিলেন। কিন্তু যেমন ক্ষুধা, তেমন আহার হইল না। আহার্য্যের কোনরূপ যে ত্রুটি ছিল, তাহা নহে। আহারীয়ের পরিমাণ বরং সমধিকই ছিল,—কিন্তু যমুনার রূপ-রশ্মিতে তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি রুটি গালে দিতে, তরকারি গালে দিতেছিলেন—ক্ষীর খাইতে লঙ্কায় কামড় দিতে-ছিলেন। পাতে হাত দিতে মাটিতে হাত দিয়া বসিতেছিলেন,—

কেন না, তাঁহার পোড়া চক্ষু দুইটি যমুনার রূপসুধাপানেই একান্ত ব্যস্ত ছিল।

পরিবেশন সমাপ্ত করিয়া সঞ্জুক্তা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুশাস্ত্রের বিধান—অভ্যাগত সর্ব্বত্রই গুরু। যুবতীদ্বয়ের পিতা অতি ধার্ম্মিক পুরুষ—দেবতা-ব্রাহ্মণে, অতিথি-অভ্যাগতে তাঁহার একান্ত ভক্তি। তাঁহার নিকটে উপদিষ্ট ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যাদ্বয় অতিথিকে ভক্তি করিতে সম্যক্‌রূপে জানিত। অতিথির নিকট বাহির হইতে বা কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিত না। লজ্জা করিলে যে, সেবাভক্তির ত্রুটি হইতে পারে!

সঞ্জুক্তা গৃহ-প্রবেশ করিয়া বলিল, "আপনার আহারে বোধ হয়, যথেষ্ট কষ্ট হইল। কিন্তু উপস্থিত মতে যাহা পাইলাম, তাহাই দিলাম, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আরও, আমরা এখন বড় গরীব হইয়াছি। কাজেই গরীবের আহারীয়তে আপনার কষ্ট হইবে বৈ কি!"

সঞ্জুক্তাও রূপসী। আর স্বরও অতি মধুর। তবে পথিকের চক্ষুতে যেন যমুনাই সমধিক সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া প্রতীত হইয়াছে।

সুন্দরী সঞ্জুক্তার প্রত্যুত্তরে অতিথি বলিলেন, "আপনাদের মত ধনী কয়জন আছে? আপনাদের আবাসটি যেন দেবতার গৃহ—শান্তির নিকেতন। আপনাদের হৃদয়ও অতি পবিত্র। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিত। রূপ দেবদুর্ল্লভ। আপনারা গরীব কিসে?—আর আহারীয় যাহা দিয়াছেন,—তাহা বিশিষ্ট জাঁকজমকের না হইলেও অতি সুস্বাদু ও রুচিকর, আহার করিয়া আমার পরম তৃপ্তিলাভ হইয়াছে।"

রূপের কথা কি!—যমুনা মনে মনে বড় লজ্জিত হইল। সে সঙ্কুচিত হইয়া একটু সরিয়া বসিল।

সঞ্জুক্তা বলিল, আপনার মুখ ভাল, কাজেই আমাদের এই কদর্য্য আহারীয়ও ভাল লাগিয়াছে।”

পথিক মৃদু হাসিলেন। যমুনা দেখিল, সে হাসি অত্যন্ত সুন্দর!

মৃদু হাসিয়া পথিক বলিলেন, “আপনাদের আর কে কে আছেন? বাড়ীতে আর কাহাকেও দেখিতেছি না কেন?”

সঞ্জুক্তা। আমার পিতা আছেন, মাতা নাই।

পথিক। তবে আপনার পিতা এখন কোথায় গিয়াছেন?

সঞ্জুক্তা। তিনি মারাবারে মহারাজা গজসিংহের নিকট ভূমি-সম্বন্ধীয় বিচারের জন্য গিয়াছেন।

পথিক। কবে আসিবেন?

সঞ্জুক্তা। আজি আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আসেন নাই বলিয়া আমাদের ভাবনা হইয়াছে।

পথিক। ভাবনা নাই—বোধ হয় কোন কাজের জন্য আসিতে পারেন নাই। আপনার পিতার নাম কি?

সঞ্জুক্তা। তাঁহার নাম ভীমসিংহ।

পথিক। তবে আপনার পিতা মারাবারের রাঠোর সামন্ত ভীম সিংহ?

সঞ্জুক্তা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “হাঁ।”

পথিক। অতিথির নাম জিজ্ঞাসা করিতে নাই। আমি নিজেই বলিতেছি, আমি যোধপুরের এক সামন্ত তনয়। আমার পিতার মৃত্যু হওয়ায় আমি পিতার সমস্ত সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী

হইয়াছি। কোন কার্য্যোপলক্ষে একটু দূরদেশে গমন করিয়াছিলাম, পথে অনেকগুলি দস্যু কর্ত্তৃক একেবারে আক্রান্ত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হই—তৎপরে রিক্তহস্তে চলিয়া আসিতে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমার নাম মাণিক রায়।

ভগিনীদ্বয় তাঁহার পরিচয় শুনিয়া বুঝিল, অতিথি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

ভোজন সমাপ্ত হইলে, মাণিক রায় বৈঠকখানায় গমন করিলেন। সেখানে উত্তম শয্যা প্রস্তুত ছিল,—যমুনার অপরূপ রূপ, ভগিনীদ্বয়ের ভদ্রতা, শীলতা, বিনয়-নম্রতা ও ধর্ম্মভাব, ভাবিতে ভাবিতে অতিথি পুলকিত হইতেছিলেন। আর যমুনার সেই প্রভাত প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় মধুর রূপের লাবণ্যলীলাখেলা—সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত নীলনয়নের সলাজ চাহনি—সেই রাঙ্গা গোলাপের পাপড়ীর মত অধরের মৃদু মৃদু কম্পন ভাবিতে ভাবিতে অতিথি কখনও শিহরিতেছিলেন, কখন কাঁদিতেছিলেন, কখন মরিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইল,—তিনি সেই সুকোমল শয্যার উপরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে নাই, তাহাতেই অতিথিকে কেহ জাগায় নাই, কিন্তু বেলা অবসান হইয়া গেল,—তথাপিও অতিথির নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তাহারা ভাবিল, অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই অতিথি এত নিদ্রা যাইতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন পথিক নিদ্রা হইতে উঠিলেন। উঠিয়াই চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার তিমিরবসনে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির

করিতে পারিলেন না। একবার মনে হইল, চলিয়া যান, আবার ভাবিলেন, একবার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি না দেখিয়া কখনই যাইতে পারিবেন না।

এমন সময়ে সদর দরজায় করাঘাত হইল। দাসী আসিয়া দরওয়াজা খুলিয়া দিল, একজন বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি বাটির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

যিনি আসিলেন, তিনি এই বাড়ীর অধিস্বামী—ভীম সিংহ। তাঁহার আগমনে তাঁহার কন্যাদ্বয় অত্যন্ত পুলকিতা হইল। ছুটিয়া আসিয়া পিতার পাদবন্দনা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল, এবং সকালে না আসায় তাহারা যে অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছিল, তাহা জানাইল।

ভীম সিংহ বলিলেন, "হাঁ, আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে বটে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। আমার সেই বিচারের বিষয়।"

সংযুক্তা স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বিষয়ের কি হইল?"

ভীম। না, এমন কিছুই হয় নাই—আবার দিন পড়িয়াছে, আবার যাইতে হইবে।

সংযুক্তা। আর কতদিন ঘুরিতে হইবে?

ভীম। দরবারের কাজ—সহজ নহে। অনেক ঘুরিতে হয়।

অতঃপর বৈঠকখানার দিকে চাহিয়া আলোকসাহায্যে দেখিতে পাইলেন, তথায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি কে?"

সংযুক্তা। একজন অতিথি। অদ্য দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়াছেন। আহারাদি করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন,—বোধ হয়, বড়

শ্রান্ত-ক্লান্ত ছিলেন, তাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এইমাত্র নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন।

ভীম। যত্নের ত্রুটী হয় নাই ত?

সঞ্জুক্তা। আমাদের সাধ্যমতে যাহা করিতে হয়, করিয়াছি। তিনি নাকি যোধপুরের কোন সামন্ত পুত্র; নাম মাণিক রায়। কোথায় গিয়াছিলেন, পথে অনেকগুলি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন।

ভীমসিংহ অতিথির প্রতি সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য তথায় গমন করিলেন, এবং অঙ্গনে দাঁড়াইয়া অতিথির সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। অতিথি মাণিকরায় অতি ভদ্রভাবে ভীমসিংহের সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন, এবং তাঁহার কন্যাদ্বয়ের ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের কথা বলিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। তৎপরে অত্যন্ত শ্রান্তিজন্য বিঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা জানাইয়া বলিলেন, "আমি এখনই অন্যত্র যাইব ভাবিতেছি।"

ভীমসিংহ তাহাতে বাধা দিয়া, সে রাত্রি তাহার আবাসে অতিবাহিত করিবার জন্য অতিথিকে অনুরোধ করিলেন। অতিথিও সে রাত্রির জন্য তথায় থাকিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নহার।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। রাত্রিতে আর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। আহারের সময়ে একবার মাত্র যমুনার সঙ্গে অতিথির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতিথি তাহার মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে মোহন দৃষ্টিতে যমুনার পানে চাহিয়াছিলেন,—যমুনা যদিও পিতার সঙ্গে ছিল, এবং দ্বিপ্রহরে স্পষ্ট চাহিয়া দেখিতে লজ্জা বোধ হইয়া ছিল বলিয়া ভাল করিয়া দেখে নাই, কিন্তু পরে কপাটের আড়াল হইতে ভাল করিয়া দেখিয়াছিল। অতিথি রূপে কার্ত্তিকেয়—অতি সুললিত গঠন। যেমন মুখশ্রী, তেমনি নাক চোক কপাল ভ্রূ। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সেই চাহনি ও হাসি। আর গলার স্বর এবং কথা—তাহা যেন মধু দিয়া মাখা। যমুনা মনে মনে অতিথির বড় পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিনে, একদণ্ডে এমন হয় কেন? কেহ বুঝাইতে পারে না,—কেহ বুঝিতে পারে না, কেন দেখিতে দেখিতে এমন হয়। কত সুন্দর, কত মধুর স্বর—কত মিষ্ট কথা লোকে দেখিয়া শুনিয়া আসে। তবে সহসা এমন করিয়া এক একজনের কাছে এক একজনে পাছাড় খায় কেন? মজে কেন,—মরে কেন?

এ কেনর উত্তর নাই। সকল কেনর উত্তর হয় না। জগতে কেনর উত্তর দিতে সকল সময়ে সক্ষম হওয়া যায় না। নিত্য ফুল ফুটে, চাঁদ উঠে—মলয়-পবনের মধুর হিল্লোল বহে—কয়জনে তাহাতে মুগ্ধ হয়? হয় না—কিন্তু এমন ক্ষণমুহূর্ত্ত আসে, যখন ইহাতে মানুষ পাগল হয়। কিসে হয়, কেন হয়—তাহার কি উত্তর আছে?

উত্তর নাই, কিন্তু এমন ঘটনা নিত্য চক্ষুর উপরে ঘটিতেছে, তাহা যে সত্য—তাহা কি আর অস্বীকার করা যায়? যমুনার অদৃষ্টেও তাহা ঘটিল,—সে সেই অতিথিকে দেখিয়া কেমন যেন কেমন কি হইয়া গেল—সে রাত্রি সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

প্রভাতে উঠিয়া দেখে, তখনও অতিথি চলিয়া যান নাই। তাহার পিতার সহিত বাহিরে দাঁড়াইয়া কি একটা কথা লইয়া বাদানুবাদ করিতেছিলেন। অতিথি একছড়া বহুমূল্য হার পিতার হাতে দিয়া—তাহা যমুনার জন্য গ্রহণ করিতে বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ভীমসিংহ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। শেষ অতিথিরই জয় হইল,—ভীমসিংহ হারছড়াটা হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন,—যমুনা উঠানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার হাতে দিলেন। যমুনা গহনা পরিতে ও বেশভূষা করিতে বড় ভালবাসিত, ইতস্ততঃ না করিয়া সে সেই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করিল। অকস্মাৎ তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

যমুনা ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারের ফাঁক দিয়া অতিথি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। যমুনা বুঝিল, সে দৃষ্টির অর্থ কি? এ সকল কথা বুঝিতে মেয়েরা বিলক্ষণ পটু। যমুনা

বুঝিল, সে দৃষ্টির অর্থ—অতিথি বলিতেছেন, "আমার হার হৃদয়ে ধারণ করিলে ?"—হায় যমুনা ! কেন সেই দণ্ডে তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না,—সে ঈষৎ ঘাড় নত করিল। হাসিতে হাসিতে অতিথি বিদায় হইলেন।

অতিথি চলিয়া গেলেন, যমুনার প্রাণ বড়ই চঞ্চলিত ও উদ্বেলিত হইল। আর একবার দেখিবার জন্য যেন তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় তিনি ? কোথা-কার তিনি ?—ক্রমে দশ বার দিন কাটিয়া গেল।

হেমন্তের আলস্যমাখা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বসিয়া যমুনা একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল, নারিকেল গাছের মাথাটা খুব উঁচু, অতিথি যখন চলিয়া যান,—তখন কত-দূর পর্য্যন্ত ও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল,—ও জানে, তিনি কোন্ পথে, কোন্ দিকে চলিয়া গিয়াছেন। ঐ যে ধূসর মেঘগুলা আকাশের গায়ে বসিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া আছে—ও অত উঁচে ; ঐ কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না ? কিন্তু কেহ কাহাকে কোন কথা বলে না, ঐ ত দুঃখ। জগতে যদি সকলে সকলের মনের কথা জানিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করিত,—তবে কাহারও প্রাণে কোন ব্যথা থাকিত না। অতিথি কে ? কেন তাঁহার জন্য যমুনার প্রাণ এত উতলা হইয়া উঠিল,—জন্মিয়া অবধি যমুনা তাহার পিতৃ-আলয়ে অনেক অতিথি দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অতিথি ত দেখে নাই !

ক্রমে বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত। এমত সময়ে একটি স্ত্রী-লোক মাথায় মোট লইয়া "বাড়ীতে কে আছেন গো !" বলিয়া ডাকিল। সদর দরওয়াজা বুঝি খোলা ছিল, তাই সে মাগী

একেবারে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিয়াছে। দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

স্ত্রীলোকটি আধা বয়সী। গৃহ-বারেণ্ডায় মোট নামাইয়া বলিল, "যোধপুর হইতে আসিতেছি,—এ গুলা ঘরে তোল।"

এই সময় যমুনার দিদি বাহির হইল। সে একটা গৃহে বসিয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। "আমার শরীর ভাল নহে" বলিয়া যমুনা গৃহাভ্যন্তরে ভাবিতে বসিয়াছিল। তাহার দিদি বাহির হইয়া বলিল, "যোধপুর কাহার বাড়ী হইতে আসিতেছ?"

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "মাণিকরায়ের বাড়ী হইতে। এই জিনিষগুলি তোমাদের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

স্ত্রীলোকটিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সঞ্জুক্তা তাহার বাপের নিকট গমন করিল। ভীমসিংহ তখন শুইয়াছিলেন, আধ ঘুমন্ত—আধ জাগন্ত অবস্থা। সঞ্জুক্তা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা?"

সঞ্জুক্তা। সে দিন যোধপুর হইতে আমাদের বাড়ী যে অতিথিটি আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি বাবা?

ভীম। তাহার নাম মাণিকরায়।

সঞ্জুক্তা। তিনি একটা মেয়েমানুষের মাথায় দিয়া একমোট কি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ধীরপদনিক্ষেপে যমুনা এই সময়ে সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভীমসিংহ সঞ্জুক্তার কথার উত্তরে বলিলেন, "মাণিকরায় একজন দেশ-বিখ্যাত লোক। বিস্তৃত জমিদারি, অগাধ ধন-দৌলত, প্রভৃত মান-সম্ভ্রম। তিনি কি পাঠাইয়াছেন?"

সঞ্জুক্তা। এখনও দেখি নাই, কি পাঠাইয়াছেন।

ভীম। আগে যে মানুষটি আসিয়াছে, তাহাকে একটু যত্ন করিয়া আহারাদি করাইয়া, তৎপরে খুলিয়া দেখিও, উহাতে কি আছে। বোধ হয়, সে দিন তোমাদের ভক্তি ও সেবাতে প্রীত হইয়া খাবার জিনিষ কিছু পাঠাইয়া থাকিবেন।

সঞ্জুক্তা ও যমুনা চলিয়া গেল। যেখানে মোট নামাইয়া স্ত্রীলোকটি অপেক্ষা করিতেছিল, তথায় গিয়া ভগিনীদ্বয় উপস্থিত হইল। যমুনার মুখের দিকে সেই স্ত্রীলোকটি চিত্রার্পিতের ন্যায় বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামলাইয়া বলিল, "তোমার নাম যমুনা ?"

যমুনা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। স্ত্রীলোকটি সঞ্জুক্তার বদনপানে চাহিয়া বলিল, "আর আপনি বুঝি ইঁহার বড়—আপনার নাম সঞ্জুক্তা ?"

"হাঁ।" এই কথা বলিয়া সঞ্জুক্তা যমুনাকে তাহার হাত মুখ ধুইবার জন্ত জল দিতে বলিয়া খাবার আনিতে গমন করিল। সে স্ত্রীলোকটি যমুনার জল না লইয়া কূপ দেখাইয়া দিতে বলিল,—বাড়ীর মধ্যে একপার্শ্বে আম্রতরুর ওধারে প্রাচীর-সংলগ্ন কূপ, যমুনা তাহাকে লইয়া সেই দিকে গেল। আম্রতলে গিয়া যমুনাকে সে বলিল, "একটা লোককে কি এমনি করিয়াই মারিতে হয়! এখন যে, তাঁহার প্রাণ বাঁচান দায়।"

সরলা যমুনা তাহার বড় একটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবে সেই অতিথি যে তাহাকে কিছু বলিয়া দিয়াছেন, এমন একটা আশা তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটি তাহার আশা পূর্ণ করিল,—সে বলিল, "মাণিক রায়কে পথে দস্যুতে

আক্রমণও করে নাই, তিনি অন্য কোথাও যান নাই। এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই, মনের মত না হইলে, তিনি বিবাহ করিবেন না, এই তাঁহার পণ। তোমার রূপের ব্যাখ্যা ভাট-মুখে শ্রুত হইয়া, তিনি ঐ হীন অবস্থায় তোমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন,—শুধু রূপ দেখিলেইত আর মানুষ চেনা যায় না। তাই অতিথি হইয়া আসিয়া তোমাদের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার প্রাণ যায়। তুমি তাঁহার হার গলায় পরিয়াছ, ইহাতে তিনি চরিতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার বদলে একগাছা বনফুলের মালাও ত তাঁহাকে দিলে না?" এই বলিয়া রমণী বস্ত্রাঞ্চল হইতে একগাছি নক্ষত্রখচিত মণি-মুক্তা বিজড়িত হার বাহির করিয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "এই হার তুমি একবার গলায় পর, পরে খুলিয়া আমার হাতে দাও, তাহা হইলে ইহা গলায় পরিয়া তিনি জীবন রাখিবেন। নহিলে হারের বদলে ভীষণ ছুরিকা তিনি কণ্ঠে দিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবেন।"

শুনিয়া যমুনা স্তম্ভিত হইল। তবে কি তিনিও যমুনার মত প্রাণে প্রাণে কিসের একটা অভাব অনুভব করিতেছেন,—তাহার মনে একটা কেমন আবেগ-উচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হইল। সে মনের আবেগে তখন তাহাকে কি বলিয়াছিল, তাহা তাহারই স্মরণ হইল না। তবে সে অতিথি সম্বন্ধে অনেক কথা স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

চতুরা স্ত্রীলোকটি তখন এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া, সেই হার ছড়াটি যমুনার কণ্ঠে পরাইয়া দিল,— জানি না, তখন যমুনার মনের ভাব কি হইয়াছিল, কিন্তু যমুনা যেন কলের পুতুলের মত কাজ করিতেছিল। স্ত্রীলোকটি সেই হার ফিরাইয়া চাহিল, যমুনা

ধীরে ধীরে তাহা কণ্ঠ হইতে খুলিয়া তাহার হাতে দিল। সে তাহা লইয়া অঞ্চলে বন্ধন করিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে সঞ্জুক্তার স্বর শুনিয়া যমুনার চমক ভাঙ্গিল। তাহার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল,—ছি ছি ছি! সে কি করিয়াছে, মালা বদল করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। উদাস দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, রমণী তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। তৎপরে আহারাদি করিয়া, একটু বেলা পড়িলে সে প্রস্থান করিল।

সেই মোটের মধ্যে অনেকগুলি মূল্যবান্ খাদ্যসামগ্রী ছিল, সঞ্জুক্তা পিতৃ-আজ্ঞায় তাহা গৃহে তুলিল। যমুনা হৃদয়ের শান্তি হারাইয়া আকাশপানে হতাশপ্রাণে চাহিয়া রহিল।
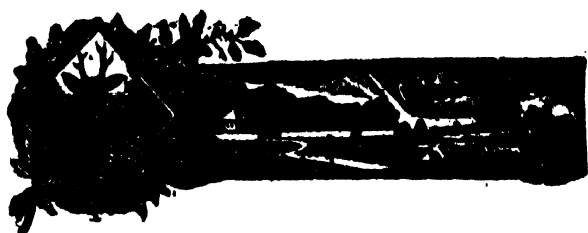
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আবার অতিথি।

আকাশের স্তর ভেদ করিয়া সন্ধ্যার গাঢ় কালিমা জগতে আসিয়া আপতিত হইয়াছে, সংযুক্তা ও যমুনা দুই ভগিনীতে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল, "দ্বারদেশে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, বোধ হয় সে দিন যে অতিথি আসিয়াছিলেন, তিনিই হইতে পারেন, আমি সন্ধ্যার ঘোরে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।"

সংযুক্তা বলিল, "বৈঠকখানায় বাবা আছেন, তাঁহাকে বলিয়া আয়।"

দাসী চলিয়া গেল। সংযুক্তা যমুনাকে অন্য একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যমুনা তাহার কোনই উত্তর প্রদান করিল না; সে তখন বড়ই অন্যমনস্কা। সংযুক্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিস্?"

যমুনা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না—ভাব্‌ছি না।"

সংযুক্তা। তবে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর দিলি না কেন?

যমুনা। আমি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই। ইঁা, কি বলিতেছিলে ?

এই সময় তথায় তাহাদের পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আজি আবার মাণিকরায় আসিয়াছেন, আমার সহিত তাঁহার বিশেষ কি একটা কথা আছে, তাহাই বলিতে আসিয়াছেন। উনি অতি ভাল লোক। একটু ভালরূপে যেন আহারাদির বন্দোবস্ত হয়।"

সঞ্জুক্তা তখনই উঠিয়া রন্ধনগৃহে গমন করিল, এবং দাসীকে যোগাড় করিয়া দিতে বলিল। যমুনার উপরে জলখাবার সাজানর ভার পড়িল।

ভীমসিংহ তখন বৈঠকখানায় গিয়া, মাণিক রায়ের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মাণিক রায়ের অসীম ভদ্রতা, অপরিসীম শিষ্টাচার।

ভীমসিংহ তাঁহার কথায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মাণিকরায় কথায় কথায় বলিলেন, "আপনার কন্যা দুইটি যেন লক্ষ্মী সরস্বতী। বিবাহের বয়সও হইয়াছে, উহাঁদিগের বিবাহ দিবেন না ?"

ভীম। আমার সময় এখন ভাল নহে। যৌতুকাদি দিতে এখন আমি একান্তই অপারগ। সেই জন্য ইতস্ততঃ করিতেছি. ভাবিতেছি, আর কিছুদিন পরে যদি সময় ভাল হয়, তখন বিবাহ দিব।

মাণিক। আপনার কন্যাদ্বয় যেরূপ রূপগুণশালিনী, তাহাতে বিনাযৌতুকে অনেক ধনীসন্তানেও গ্রহণ করিবে।

ভীম। কিন্তু সচরাচর তাহা ঘটে না। এরূপ ঘটিলে, আমি

বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি। তবে নিজের মনের কষ্ট কোথাও যায় না।

মাণিক। আমি আপনার বড় মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। যদি আপনার অভিমতি হয়, সে কার্য্য আমি করিয়া দিতে পারিব।

ভীম। কোথায় ?

মাণিক। মারাবারের যোধসিংহের পুত্রের সহিত।

ভীম। তাহারা আমার চিরশত্রু, সে কার্য্য হইবার নহে।

মাণিক। তাহা আমি জানিতাম না—জানিলে এ কথার উত্থাপন করিয়া আপনার মনে কষ্ট দিতাম না।

ভীম। না,—না। তাহাতে আর কি হইল, আপনি ত আর তাহা জানিতেন না। আপনি ভালর জনাই বলিয়াছেন।

মাণিক। আমি অস্ত পিপারে একটা সম্পত্তি খরিদের জন্য আসিয়াছিলাম, কিন্তু সুবিধা না হওয়ায়, তাহা খরিদ করা হইল না। এক্ষণে টাকাগুলি লইয়া কোথায় যাইব, দেশে'যেরূপ দস্যুভয়, তাহাতে যে সে স্থানে টাকা লইয়া থাকা যায় না, তাই আপনার আশ্রমে আসিয়াছি—আপনাকে এরূপে মধ্যে মধ্যে কষ্ট দিতেছি, ইহাতে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ভীম। সে কি! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি আমার এই দরিদ্রকুটীরে পদার্পণ করেন।

এই সময় দাসী আসিয়া জল খাইতে তাঁহাদিগকে বাড়ীর ভিতর ডাকিল। ভীমসিংহ বলিলেন, "আমি এখন যাইব না, আপনি জল খাইয়া আসুন।"

মাণিকরায় দাসীর সহিত বাড়ীর ভিতরে গমন করিলেন।

যে গৃহে জলযোগের উদ্‌যোগ ছিল, সেখানে পঁহুছাইয়া দিয়া দাসী কার্য্যান্তরে গমন করিল, মাণিকরায় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে গৃহে যমুনা জলখাবারের দ্রব্যাদি সাজাইয়া বসিয়া ছিল—মাণিকরায় একবার তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

যমুনা একটু লজ্জিতভাবে জড়সড় হইয়া বসিল। আহার করিতে করিতে মাণিকরায় পুনঃ পুনঃ যমুনার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। যমুনাও এক একবার চাহিতেছিল,—চারি চোখে মধ্যে মধ্যে মিশামিশি হইতেছিল। আর উভয়েরই প্রাণের ভিতর বিদ্যুৎ খেলিতেছিল।

ক্রমে মাণিক রায়ের জলযোগ পরিসমাপ্তি হইল,—তিনি উঠিলেন, দ্বারের নিকটে বাহিরে গিয়া উপানৎ পরিধান করিতে করিতে একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই—একবার সেই যমুনার অপূর্ব্ব সুন্দর লাজমাখা মুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন, সেই পদ্মপলাশ আঁখি দুইটি তাঁহার দিকে বিস্ফারিত চাহিয়া আছে। তিনি চাহিবামাত্রই আঁখি-পাতা বিনত হইল। সাবধানে ধীরে ধীরে মাণিকরায় বলিলেন, "যমুনা! কেবল তোমায় দেখিবার জন্যই আমার নানা ছলে এখানে আসা, তোমার মধুর কথা একটিও কি শুনিতে পাইব না?"

যমুনা কোন কথা কহিতে পারিল না। কুসুমায়ুধশরাসন তুল্য ভ্রু দুখানি কুঞ্চিত করিয়া, একটু অঙ্গ সঙ্কোচন করিল। মাণিক আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তিনি বহির্ব্বাটিতে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তখন যমুনা ভাবিল,

আমার কথা কহা উচিত ছিল—কেন কথা কহিলাম না? কত আদরে—আমার একটি কথা শুনিবার জন্য বলিলেন, আমি হতভাগিনী একটি কথা কেন কহিতে পারিলাম না। সে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

অতঃপর যথাসময়ে আহারাদি সম্পন্ন হইলে, সকলেই সুখময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাকাতি।

রাত্রি দ্বিপ্রহর—সমস্ত নগর নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। বাহিরের রাজপথে কেবল প্রহরীগণের পদশব্দ, বাগানে ঝিল্লীর নিনাদ স্বর, আর বাতাসের সন্ সন্ গতি ও নিশাবিহারী পক্ষীগণের পক্ষবিধুনন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

সহসা ভীমসিংহের সদর দরওয়াজায় পুনঃ পুনঃ আঘাতের শব্দ হইতে লাগিল।

এই সময়ে মারাবার প্রদেশে অত্যন্ত দস্যুভীতি হইয়াছিল। গৃহস্থমাত্রেই দস্যুর ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রাসিত হইয়া কালযাপন করিতেছিল। দরিদ্রের দস্যুভয় কিসের? ভীমসিংহ এখন দারিদ্র্যজ্বালায় অস্থির, সুতরাং তাঁহার সে ভয় আদৌ ছিল না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দরওয়াজায় আঘাতের শব্দ পাইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সভয়চকিতে উঠিয়া বসিলেন, মাণিক-রায়ও জাগরিত হইলেন, তাঁহারা বহির্ব্বাটির বৈঠকখানাতেই শয়ন করিয়াছিলেন।

ভীমসিংহ সশঙ্কচিত্তে বলিলেন, "ভাল মানুষের আঘাত বলিয়া বোধ হইতেছে কি?"

মাণিক। এত রাত্রে ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের গৃহদ্বারে আঘাত করিবে কেন? দস্যু বলিয়াই বিবেচনা হয়।

ভীম। তবে কি দরওয়াজা খুলিয়া দিব না?

মাণিক। চলুন না—দরওয়াজার নিকটে যাই। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যা বিবেচনা হয়, করা যাইবে।

ভীম। তবে চলুন।

মাণিক। আপনার এখানে তরবারি এবং বন্দুক আছে?

ভীম। হাঁ, আছে।

মাণিক। তাহা শীঘ্র সংগ্রহ করুন। আমাকে একখানি তরবারি ও একটা বন্দুক দিন।

ভীমসিংহ সিন্দুক হইতে তখনই তরবারি ও বন্দুক বাহির করিয়া নিজে লইলেন, এবং মাণিকরায়ের হস্তে প্রদান করিলেন। উভয়ে দরওয়াজার নিকটে গমন করিলেন। ভীমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দরওয়াজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছ?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "দরওয়াজা খুলিয়া দিন, তৎপরে সমস্তই জানিতে পারিবেন।"

ভীম। পরিচয় না পাইলে, এত রাত্রে দরওয়াজা খুলিতে পারিব না।

উত্তর হইল, "দরওয়াজা না খুলিলেই যে অব্যাহতি আছে, তাহা ভাবিও না।"

ভীম। তোমরা বোধ হয় দস্যু?

উত্তর। ভাবে তাই। যদি রক্ষা কর—চলিয়া যাইব, নচেৎ তোমাদের কাহারও প্রাণ থাকিবে না।

ভীম। আমি কাপুরুষ নহি।

উত্তর। কি পুরুষ-সিংহ! পাপ্পার দলের কাছে কাহারও বীরত্ব খাটে না।

ভীমসিংহ পরুষ-স্বরে কহিলেন, "আমার বাড়ীতে আমার বীরত্ব নিশ্চয়ই খাটিবে।"

কথা সমাপ্ত হইল না। ঝনাৎ ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া কয়বার দরওয়াজা নড়িয়া চড়িয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল। প্রায় বিংশতি জন সশস্ত্র ভীমকায় দস্যু উন্মুক্ত অসিহস্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের কয়েকজনের হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল।

মাণিকরায় স্থির লক্ষ্য হইয়াছিলেন,—তাঁহার গায়ে অসীম বল, হৃদয়ে অতীব তেজোগর্ব্ব ও সাহস। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক ছুটিল। একজন দস্যুর ললাট ভেদ করিয়া বন্দুকের শব্দ দিগন্তে মিশাইয়া গেল,—আবার শব্দ, আবার আর একজন দস্যু ধরাশায়ী হইল। দস্যুগণ বিপদ গণিল,—যাত্রাকালেই এইরূপ বাধা! তাহারা মরিয়া হইয়া একেবারে সকলে মাণিকরায়কে আক্রমণ করিল। মানব যেমন মশকবৃন্দকে ব্যজনী সঞ্চালনে বিদূরিত করিয়া দেয়, অল্পক্ষণ মধ্যেই তরবারি সাহায্যে মাণিকরায় সেইরূপে তাহা-দিগকে বিদূরিত করিলেন।

কিন্তু তাহারা সহজে হটিবার পাত্র নহে। একদিন এরূপে হটিয়া গেলে, তাহাদের প্রসার প্রতিপত্তির হ্রাস হয়—যেরূপে তাহাদের নাম এতদ্দেশের মধ্যে ভীষণাকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহার বিলোপ সাধন হয়। তাহারা প্রাণপণে আসিয়া পুনরাক্রমণ করিল।

মাণিকরায়ও অসীম ভীমতেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহও প্রাণপণে মাণিকরায়ের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর মধ্য হইতে ভীমসিংহের কন্যাদ্বয় এবং দাস দাসীগণ, বাড়ীতে ডাকাইত পড়া শুনিয়া মহা সন্ত্রাসিত ও ভীত হইয়া ছাদে উঠিয়া পড়িয়াছে, এবং সিঁড়ির দরওয়াজা আঁটিয়া দিয়াছে। ছাদে উঠিয়া তাহারা দস্যুগণের হস্তস্থিত আলোকের সাহায্যে লড়াই দেখিতেছে।

সঞ্জুক্তা ও যমুনা ছাদের আলিসার উপরে দেহ ন্যস্ত করিয়া যুদ্ধ ব্যাপার দর্শন করিতেছিল। সঞ্জুক্তা বলিল, "যমুনা! মাণিক-রায় বীর বটে। কি শিক্ষা কৌশল! যমদূতের মত অতগুলা দস্যুকে কেমন করিয়া হটাইয়া দিতেছে দেখ্ দেখি।"

যমুনা বলিল, "ওঁর বড় কষ্ট হ'চ্চে—না দিদিমণি?"

সঞ্জুক্তা। তা আর হ'চ্চে না! আহা—হা! ঐ দেখ, একটা দুরন্ত দস্যু মাণিকরায়ের বাহমূলে তরবারির একটা ভীষণ চোট মারিয়া দিয়াছে।

যমুনা। ঐ দেখ দিদিমণি!—ঐ দেখ, উনিও তার শোধ নিয়েছেন।

সঞ্জুক্তা। হাঁ—হাঁ-বেশ হ'য়েছে। সেটাকে মাণিকরায় একেবারে দুখানা ক'রে কেটে ফেলেছেন।

যমুনা। ঐ দেখ দিদিমণি! সব ডাকাতগুলা একেবারে উহাঁকে আক্রমণ কোরেছে—হায়, বুঝি বা কোন বিপদ ঘটায়।

সঞ্জুক্তা। ধন্য মাণিকরায়ের অস্ত্রশিক্ষা,—ঐ দেখ যমুনা! একেবারে সকলকে নিরাশ কোরেছেন। ঐ দেখ, একজনের মুণ্ড এক মুহূর্ত্তে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কোরেছেন।—ঐ, ঐ, সব ছুটিয়া পলায়ন করিল।

যথার্থই হতাবশিষ্ট দস্যুগণ মাণিকরায়ের সে ভীম বিক্রম-

বহ্নি সহ্য করিতে না পারিয়া, কতকগুলি সঙ্গীকে মাণিক রায়ের বিক্রম-বহ্নিতে আহুতি দিয়া, আপনারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান দস্যুশূন্য হইয়া গেল। ভীমসিংহ বলিলেন, "ধন্য আপনার অস্ত্র-শিক্ষা! এতগুলি দস্যুকে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে আপনার যেন কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় নাই।"

মাণিক। আমার নিজের অস্ত্র শস্ত্র নিকটে থাকিলে এতটা বেগ সহ্য করিতে হইত না।

তাঁহারা আলোক লইয়া দেখিলেন, সেখানে সাতজন দস্যু একেবারে বিগতপ্রাণ হইয়া পড়িয়া আছে, আর চারিজন সাংঘাতিক-রূপে আহত হইয়াছে। ভীমসিংহ মাণিকরায়কে বিশ্রাম করিবার জন্য বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন, তাঁহার বাহু-মূল দিয়া তখনও রুধির-ধারা নির্গত হইতেছিল। কন্যাদ্বয় ও দাসীকে ডাকিয়া মাণিক রায়ের সুশ্রূষা করিতে আদেশ দান করত তিনি রাজকীয় কর্ম্মচারীগণকে সংবাদ দিতে গমন করিলেন।

মাণিক রায়ের বাহুমূলের আঘাত একটু অতিরিক্ত রকমেরই লাগিয়াছিল। সে স্থান হইতে যে রক্তধারা নির্গত হইতেছিল, তাহা আর থামে না।

যমুনা বলিল, "আপনার কি বড় যাতনা হইতেছে?"

মাণিক। না,—এমন প্রায়ই লাগিয়া থাকে। পাথর-কুচির গাছ তোমাদের বাড়ীতে আছে?

সন্তুক্তা। আছে।

মাণিক। সে কাটা-ঘায়ের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাহার পাতা গোটাকয়েক লইয়া আইস।

সন্তুক্তা পাথর-কুচির পাতা আনিতে গেল, দাসী ইতঃপূর্ব্বেই কোথায় কি কার্য্যের জন্য গমন করিয়াছিল। মাণিক রায়ের নিকটে একা যমুনামাত্র বসিয়া রহিল।

অতি ধীরে ধীরে মাণিকরায় যমুনাকে বলিলেন, "যমুনা! আমি তোমায় বড় ভাল বাসিয়াছি, তুমি বোধ হয়, তাহা জানিতে পার নাই। তোমায় না দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কয়েকটি কথা আছে, যদি আমার প্রতি দয়া করিয়া তাহা শোন, বড় বাধিত হই।"

যমুনা লজ্জাবনত নয়নে স্মিতমুখে বলিল, "আপনার কথা শুনিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু দিদি এখনি আসিয়া পড়িবে।"

মাণিক। আমি তোমাকে অনেকগুলি কথা বলিব,—তাই বলিব বলিয়াই আমার এখানে আসা, কিন্তু অবসর মাত্র নাই। আর নিত্যও কিছু যাওয়া আসা চলে না, লোকে কি বলিবে? তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর,—আমাকে বন্ধু বলিয়াও একবিন্দু ভালবাস, তবে আমার কথাগুলি তোমাকে শুনিতেই হইবে।

যমুনা। দিদি এল বলে।

মাণিক। এক কাজ করিতে পার?

যমুনা। কি?

মাণিক। তোমাদের এই নগরের দক্ষিণাংশে কামন্দকীর পরিচ্ছদের দোকান আছে, জান?

যমুনা। হাঁ, জানি। সেখানে স্ত্রীলোকেরাই পরিচ্ছদ খরিদ করিতে গিয়া থাকে।

মাণিক। তুমি একবার সেখানে যাইতে পার?

যমুনা। একা?

মাণিক। হাঁ।

যমুনা কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কিছু অতিরিক্ত—প্রতিভা কখন ফুটে, কখনও নিভে। চাতক পক্ষী যেমন জলের আশায় ঊর্দ্ধমুখে মেঘের পানে চাহিয়া থাকে, মাণিকরায়ও তদ্রূপ উত্তরের আশায় যমুনার পানে চাহিয়া রহিলেন। চাতকের তৃষা ভাঙ্গিল, মেঘ বর্ষিল। যমুনা বলিল, "যাব, কিন্তু লোকে কি বলিবে?"

মাণিক। লোকে ভাবিবে, তুমি পোষাক কিনিতে গিয়াছ।

যমুনা। আমি দিদির সঙ্গে ভিন্ন কোথাও যাই না।

মাণিক। তোমার দিদিকে সঙ্গে লইয়া গেলে, আমাদের যে কথা আছে, তাহা বলা হইবে না।

যমুনা। তাই ভাবিতেছি।

মাণিক। যদি আমার প্রতি তোমার একবিন্দুও বিশ্বাস থাকে, এক বিন্দুও বন্ধুত্ব থাকে—তবে আগামী কল্য বৈকালে অবশ্য অবশ্য সেখানে গমন করিও। আমি সেখানে বেলা সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহরের সময় উপস্থিত থাকিব—তুমি যেও।

যমুনা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এমত সময় সঞ্জুক্তা পাথর-কুচিরপাতা লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পাতা বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিয়া, ছিন্নবস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিল। ইহা কাটা-ঘায়ের বস্তুতই একটি অপূর্ব্ব ও উৎকৃষ্ট ঔষধি। দিবামাত্রই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, এবং বেদনাদি সমস্ত বিদূরিত হয়। মাণিক-রায়েরও তাহাই হইল।

এমত সময়ে তথায় ভীমসিংহের সহিত কয়েকজন কর্ম্মচারী

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঘটনাস্থলে পরীক্ষা করিয়া এবং জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত হইয়া, মৃতদেহ এবং আহত দস্যুগণকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে নিশাবসানসূচক শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইল। আকাশের তারাগুলি ম্লান হইয়া গেল, বৃক্ষকুঞ্জে পাখীগুলা প্রথম ডাক ডাকিল।

প্রভাতে উঠিয়াই ভীমসিংহের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাণিকরায় প্রস্থান করিলেন। ভীমসিংহ সেদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাণিকরায় কিছুতেই থাকিলেন না।
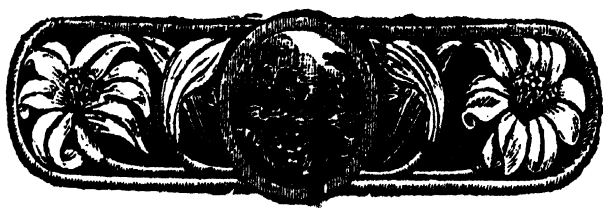
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তগৃহে গোপন চুম্বন।

পিপার নগরের দক্ষিণোপান্তে কামন্দকী নাম্নী একটি বর্ষিয়সী রমণীর বিস্তৃত পরিচ্ছদাগার। এই পরিচ্ছদাগারে রমণীগণ আসিয়া নিজেদের অভিলাষ ও পসন্দমত পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। অল্প মূল্যের হইতে বহুমূল্যের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত এই দোকানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। পুরুষের এখানে প্রবেশাধিকার নাই।

কিন্তু এই পরিচ্ছদাগারের সংলগ্ন একটি উদ্যানবাটিকা আছে, তথায় কেহ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। সেটি গুপ্তগৃহ।

বেলা সার্দ্ধতৃতীয় প্রহর। আলস্যমাখা হেমন্তের দিবা ক্ষিপ্র-গতিতে শেষ হইয়া যাইতেছে, এমত সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া একা আসিয়া কামন্দকীর পরিচ্ছদাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল, গাড়ী হইতে একটি সুন্দরী যুবতী অবতরণ পূর্ব্বক দোকানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল,—গড়ী চলিয়া গেল।

যে আসিল, সে যমুনা। দোকানের একটি কর্ম্মচারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনিব কোথায়?"

কর্ম্ম। আপনার নাম কি যমুনা?

যমুনা। হাঁ।

"আসুন।" এই কথা বলিয়া সে যমুনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, তাহার কর্ত্রীর নিকটে পঁহুছাইয়া দিয়া আপন কার্য্যস্থানে চলিয়া গেল।

কামন্দকী বলিল, "তোমার নাম যমুনা?

যমুনা। হাঁ—আমার নাম যমুনা।

কামন্দকী আর কোন কথা না বলিয়া, তাহাকে লইয়া, সেই বাড়ীসংলগ্ন বাগানবাটিকার গুপ্তগৃহে গমন করিল।

সেখানে গিয়া যমুনা দেখে, একটি সুন্দর-সুসজ্জিত গৃহে মাণিকরায় বসিয়া আছেন। যমুনার বুকের মধ্যে কেমন একটা হর্ষ-বিষাদময় বিচিত্র ভাবের উদয় হইল। কামন্দকী চলিয়া গেল, যমুনা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

মাণিকরায় উঠিয়া অতি আদরে যমুনার হাত ধরিয়া আনিয়া সেই বিছানায় উপবেশন করাইলেন। মৃদুমলয়সঞ্চারে অর্দ্ধস্ফুট-নোন্মুখী ফুলবালিকা যেমন কাঁপে, তেমনি দুরু দুরু করিয়া যমুনার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখখানা যেন কেমন এক আধ-বিষাদে আধ-হর্ষে বিজড়িত হইল।

মাণিকরায় যুগল বাহুতে তাহার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "যমুনা! তুমি আমায় ভালবাস?"

যমুনা তাহার কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটি সে কথার উত্তর প্রদান করিল। সেই স্থির নত ভাস্বর দৃষ্টি মাণিকরায়কে বুঝাইয়া দিল, আমি তোমাকে বড় ভালবাসিয়াছি। এ জীবনে আর আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না।

যেন তুমি আমাকে ভুলিও না, তুমি ভুলিলে আমার প্রাণ বাঁচিবে না।"

যমুনার কোন কথা না শুনিয়া, মাণিকরায় বলিলেন—"যমুনা! তুমি আমার জীবনমরণের সঙ্গিনী। তুমি যদি আমাকে ভালবাস একথা বল, তবে আমি আমার জীবন মন ও সমস্ত সম্পত্তি তোমার চরণে অর্পণ করিব।"

যমুনার অধর বিকম্পিত হইল। সে অনেক কষ্টে মুখ ফুটিয়া বলিল, "আমি তোমায় ভালবাসি।"

সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থানে—হেমন্তের মধ্যাহ্ন-শেষে গোপনে মাণিকরায়, যমুনার সেই স্ফীত কম্পিত রাঙ্গা অধরে অধর সংস্থাপন পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন।

যমুনার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে বড় ঘামিতে লাগিল।

গলা ঝাড়িয়া ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া, যমুনা বলিল, "আমায় কি বলিতে চাহিয়াছিলে?"

মাণিক। কেবল জানিতে চাহিয়াছিলাম—তোমার মুখে স্পষ্ট শুনিতে বাসনা হইতেছিল, তুমি আমায় ভালবাস কি না?

যমুনা। তবে এখন যাই?

মাণিক। তোমার সে হার কোথায়? এই দেখ, আমি তোমার নিদর্শন সে হার, এখনও হৃদয়বিচ্যুত করি নাই। যাবৎ চিতাভস্মে দেহ পরিণত না হইবে, তাবৎ এ হার এ হৃদয় হইতে নামাইব না।

যমুনা। আমি খুলিয়া রাখিয়াছি,—কিন্তু সে হার আমি বড় ভালবাসি।

মাণিকরায় যমুনাকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া কোলের মধ্যে

করিত, সে নানাবিধ অছিলা করিয়া তাহা কাটাইয়া দিত। প্রণয়োচ্ছ্বাসে হৃদয় উদ্বেলিত হইলে, তাহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সাগরসঙ্গমে যখন নদী প্রধাবিত হয়, কাহার সাধ্য যে, বাঁধ বাঁধিয়া তাহার গতি রোধ করে। সে গতিতে বাঁধ দিলে, তাহা ফুলিয়া ফুলিয়া শেষ বাঁধ ভাঙ্গিয়া কুলে ছুটিয়া চলিয়া যায়। তবে ভাল লোকের তেমন কৌশল বিনির্ম্মিত বাঁধ হইলে টিকিতে পারে; যমুনাও সংসারকুটীলানভিজ্ঞ বালিকা, সে তেমন যত্নচেষ্টা করিতে পারে নাই,—আর অতটাও বুঝিতে পারে নাই। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক হইতে তাহাদের স্বাধীনতা অনেক অধিক।

এদিকে ভীমসিংহ নিজ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যে বিচার আরম্ভ করাইয়াছিলেন, এই কয়মাস পরে সে বিচারের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন, তাহার বিপক্ষই বিষয় লাভ করিয়াছেন।

এখন ভীমসিংহ ভাবিলেন, যাহা অদৃষ্টে ছিল, ঘটিয়া গেল। এক্ষণে কন্যা দুইটি সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়া আমি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হই। আর কেন, আপনি দারিদ্র-জ্বালায় জ্বলি—আর মেয়ে দুটিকেও জ্বালাই। শেষ আশাভরসা যখন জন্মের মত নিভিয়া গেল, তখন আর কেন!

পিপার নিবাসী একটি সৎকুলোদ্ভব পাত্র সঞ্জুক্তার জন্য স্থির করিলেন। পাত্রটি সৎকুলোদ্ভব বটে, কিন্তু দেখিতে সেরূপ সুশ্রী নয়। আর ধনীর সন্তানও নহেন—তাঁহার একটি ঘৃত ময়দার দোকান আছে, সেই দোকানের আয় হইতেই তাঁহার দরিদ্র-সংসার একরূপ চলিয়া যায়। ভীমসিংহ যখন বিবাহ-যৌতুক সেরূপ কিছুই দিতে পারিলেন না, তখন এইরূপ পাত্র ভিন্ন আর

কোথায় পাইবেন ? তিনি সেই পাত্রকেই কন্যাদান স্থির করিয়া দিন স্থির করিলেন।

ক্রমে বিবাহের দিন সমাগত হইল। অদ্য বিবাহ। নলিনীকে কাঁদাইয়া নবদম্পতির মিলন জন্য শীঘ্রই যেন সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন। সন্ধ্যা না হইতেই—ভীমসিংহের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আলোময় হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাদ্যবাজনার সহিত বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় জোরে রসনচৌকী বাজিয়া উঠিল। শঙ্খধ্বনিতে বাড়ী ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

লগ্ন উপস্থিত, বরপাত্র সভাস্থলে সমাগত হইলে, ভীমসিংহ কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিলেন, আর দশজন স্ত্রীলোকের সহিত বসিয়া যমুনা সম্প্রদানকার্য্য দর্শন করিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা অশান্তির দংশন অনুভূত হইতে লাগিল; হায়, সে কি করিয়াছে। এমন পবিত্র ভাবে—গুরুপুরোহিতের সমক্ষে পিতায় সম্প্রদান করিবেন, তাহা না হইয়া চোরের ন্যায় সে কি করিয়াছে। কেন তাহার এ দুর্ম্মতি হইয়াছিল!

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময়ে বরের মস্ত মুখখানা দেখিয়া সঞ্জুক্তা একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিল, বাসরে রমণীগণও বরের চেহারায় অনেক দোষারোপ করিয়াছিল। কিন্তু—"পতিরেব গুণ স্ত্রীণাং" এই মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সঞ্জুক্তা সেই চরণেই প্রণাম করিল। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মত সুরূপ পুরুষ আর সে বাড়ীতে কেহই আইসে নাই। যাহারা তখনও তাহার স্বামীকে নিন্দা করিতেছিল. তাহাদিগকে সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "পোড়ার মুখী, তোদের কি, আমার যা আছে—তাই ভাল।"
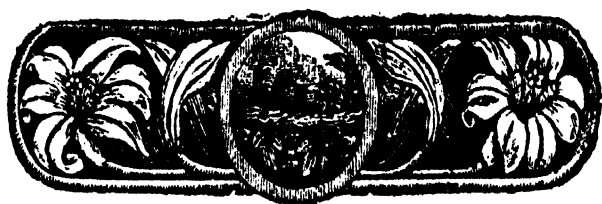
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রচার ও পরিবেদনা।

ভীমসিংহ একটি কন্যার দায় হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন, এখন আরও একটি। সঞ্জুক্তা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, কয়েক দিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময়—কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভীমসিংহ সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত পূর্ব্বক জলযোগ করিতে করিতে কন্যা সঞ্জুক্তাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আমার আর সংসারে থাকিবার মুহূর্ত্তও বাসনা নাই। তোমাকে যেমন হউক, একটি সৎপাত্রে প্রদান করিয়াছি, এখন যমুনার একটা কিনারা করিতে পারিলেই আমি মুক্তি পাই।"

সঞ্জুক্তা। আমাদের ফেলিয়া কোথায় যাবেন বাবা ?

ভীম। আমি তীর্থাশ্রমে যাইয়া ভগবদুপাসনা করিব। মনুষ্য জীবনের শেষাবস্থায় যাহা করা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিব।

সঞ্জুক্তা। বাবা! তুমিই আমাদের সকল—মা অতি শিশুকালে আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমরা মা

বলিয়াও তোমাকে জানি, বাবা বলিয়াও তোমাকে জানি—তুমি গেলে আমাদের প্রাণে সহিবে না।

ভীম। মা বাপ লইয়া কি মানুষ চিরদিন থাকে। সে যাহা হউক—একটি পাত্র ত দেখিয়া আসিলাম। এখন তাদের মত হইলেই হয়।

সঞ্জুক্তা। কোথায়?

ভীম। যোধপুরে।

সঞ্জুক্তা। পাত্রের নাম কি?

ভীম। জয়দেব। বেশ শ্রীসারমন্ত।

সঞ্জুক্তা। বয়স কত?

ভীম। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর হইবে। দেখিতেও বেশ সুশ্রী।

সঞ্জুক্তা এদিক ওদিক করিয়া বলিল, "বাবা! একটা কথা কয়দিন ধরিয়া বলিব বলিব করিতেছি,—কিন্তু ভয়ে বলিতে পারিতেছি না।

ভীমসিংহ সচকিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি মা?'

সঞ্জুক্তা। যমুনাকে যখনই তাহার বিবাহের কথা বলি, তখনই সে বিরক্ত হয়। শুধু যে মৌখিক বিরক্ত হয়, তাহা নহে; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন বিরক্তির স্পষ্ট বিহিত চিহ্ন সকল প্রতিফলিত হইয়া উঠে।

আশ্চর্য্য হইয়া ভীমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারণ কি?"

সঞ্জুক্তা। আমি কারণানুসন্ধানে কতকদূর জানিতে পারিয়াছি,—যমুনা সেই অতিথি মাণিকরায়কে ভালবাসিয়াছে। উহার বোধ হয় ইচ্ছা, সেই মাণিক রায়ের সহিত শুভবিবাহ হয়।

নীরব নিস্তব্ধ হইয়া ভীম সিংহ অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। শেষ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাণিকরায় বিপুল ধনশালী ও জমিদার, সে আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে কেন?"

সঞ্জুক্তা। সেও যদি উহাকে ভালবাসিয়া থাকে, তবে বিবাহ করিতে পারে, আপনি একবার যোধপুরে গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখুন।

ভীম। সমানে সমান হইলে নিজে গেলেও দোষ হইত না, আমি দরিদ্র—যদি আমাকে অপমান করে—উপহাস করে, মরিয়া যাইব। ভাল, একজন ভাট পাঠাইয়া দেখিব।

তৎপর দিবসেই ভীমসিংহ একজন ভাট যোধপুরে মাণিক-রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিন দিন পরে ভাট ফিরিয়া আসিয়া ভীমসিংহের নিকটে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া ভীম-সিংহের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

ভাট বলিল, "আমি যোধপুরে গিয়া মাণিকরায়কে অনুসন্ধান লইতেই সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মহাশয়! তাহার খোঁজ কেন?" "বিশেষ প্রয়োজন আছে" এই কথা বলিলে, তাহারা বলিল, "মহাশয়! সে পলায়ন করিয়াছে। সে একজন জুয়াচোর! আজ পাঁচ বৎসর হইল, এই যোধপুরে আসিয়া বলে, তাহার পিতা এখানকার একজন সামন্ত ছিলেন, তিনি যুদ্ধে হত হয়েন,—আমার মাতা আমাকে লইয়া দূরদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, আমি তখন শিশু ছিলাম—এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতার নিকট আমাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া এখানে আসিলাম। আসিয়াই এক প্রকাণ্ড বাড়ী খরিদ করে—তৎপরে জমিদারি ও কিছু করিয়াছিল, দাম খয়রাতে অল্পদিনের মধ্যেই

সে বেশ প্রসার জাঁকাইয়া লয়। কিন্তু সে কাহারও সহিত সাক্ষাতাদি করিত না। বলিত, আমার সময় অতি অল্প—যোগ অভ্যাস করিতেছি, তাহাতেই সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে হয়, কর্ম্মচারীগণের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করাইত। অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র সহর জুড়িয়া তাহার নাম হইয়া পড়িল। ধার চাহিলে মহাজনেরা তাহাকে টাকা ধার দিতে আর কিছুই আপত্তি করিত না। এই কয় বৎসরের মধ্যে সে বোধ হয় দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়াছে। আর কত সতী রমণীরই যে সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ মাসখানেক হইল, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষণে দেখা গেল, তাহার জমিদারিগুলাও সে সেখানে গোপনে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।”

ভীমসিংহ কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি কি ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তবে সংসার রসজ্ঞ বৃদ্ধ ভীম-সিংহ যে তাঁহার মেয়ের কথা ভাবিয়াই কাঁপিয়া উঠিয়াছেন, তাহা একপ্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভাট চলিয়া গেলে, ভীমসিংহ বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন। সঞ্জুক্তা ও যমুনা বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, ভীমসিংহ তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “সঞ্জুক্তা! সেই যে ভদ্র অতিথিটী আমাদের বাড়ীতে আসিত, তাহার সংবাদ শুনিয়াছ?

সঞ্জুক্তা। না বাবা! কিছুইত শুনি নাই।

ভীম। দেখিতে শুনিতে, কথাবার্ত্তায় তাহাকে অতি ভাল-মানুষ বলিয়াই বোধ হইত। এবং যোধপুরবাসীগণও তাহাতেই প্রতারিত হইয়াছে।

সঞ্জুক্তা। কেন বাবা, কি হইয়াছে?

ভীম। সে একজন পাকা জুয়াচোর।

সঞ্জুক্তা। কে বাবা?—সেই মাণিকরায়?

ভীম। হাঁ।

সঞ্জুক্তা। আমার বোধ হইতেছে—তুমি রহস্য করিতেছ।

ভীম। নিশ্চয়ই নহে। এইমাত্র আমার ভাট সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাহিনী আমার নিকটে বলিয়া গেল।

যমুনার সমস্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা অতি দ্রুততর স্পন্দিত হইতেছিল, সমস্ত শরীরের রক্তটা হিম হইয়া যাইতেছিল। সে একমনে পিতার কথা শুনিয়া যাইতেছিল।

সঞ্জুক্তা সোৎসুক-চমকান্বিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা,—তার পর কি খবর পাইলেন শুনি?"

ভীমসিংহ ভাটমুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া সঞ্জুক্তার মুখখানা অতি বিষণ্ণ হইল,—যমুনা কয়েকবার সামলাইয়া লইয়াও শেষ আর পারিল না, সে সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। মূর্চ্ছা-কালীন,—একবার তাহার মুখ দিয়া জড়িতস্বরে বাহির হইয়া-ছিল,—"হা পাষাণ! আমার সর্ব্বস্ব ধন হরণ করিয়া, কোথায় পলাইলে?"

ভীমসিংহের চক্ষুর্দ্বয় লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল,—মস্তকের কেশরাশি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। সমস্ত শিরায় শিরায় বিদ্যুদ্বেগে রক্তরাশি ছুটিয়া যাইতে লাগিল। কন্যা সঞ্জুক্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সঞ্জুক্তা—মা! কি বুঝিতেছ?"

সঞ্জুক্তা কাতরস্বরে, বলিল, বুঝিতেছি, সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

ভীম। যদি তাহা হইয়া থাকে, উহাকে কাটিয়া দুইখণ্ড করিয়া জলে ভাসাইয়া দিব।

সঞ্জুক্তা নিরুত্তর। ভীমসিংহ বলিলেন, "না—না, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আর কন্যা হত্যা মহাপাতকে লিপ্ত হইব না। যাহার পাপ, সেই তাহার কর্ম্মফল ভোগ করে—কর্ম্মফলদাতা ভগবানই পাপের শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সে জন্য আমাকে কিছুই করিতে হইবে না। তবে একবার সন্ধানটা ভাল করিয়া লও। যদি তাহা হইয়া থাকে, আমি তীর্থযাত্রায় চলিয়া যাইব। অসতী কন্যাকে কখনই পবিত্র কুমারী বলিয়া সম্প্রদান করিতে পারিব না।"

সঞ্জুক্তা কাঁদিয়া ফেলিল। পিতার জন্য—ভগিনীর জন্য কাঁদিল। ভীমসিংহ তখন তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সঞ্জুক্তা দাসীকে ডাকিয়া জল ও খাবার আনিতে বলিলেন, দাসী তাহা আনিলে সঞ্জুক্তা অভাগিনী যমুনার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে অভাগিনীর চৈতন্য হইল, সে উঠিয়া বসিল, পূর্ব্বে সমস্তই একে একে তাহার স্মৃতিপথে সমুত্থিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদি—আমার কি হবে!"

নবম পরিচ্ছেদ।

ভুল না আসল।

যমুনার দিদি তাহাকে তখন নানাবিধ বাক্যে কথায় প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ে দারুণ বৃশ্চিকদংশন-জ্বালা অনুভূত হইতেছিল। তাহাদের মা নাই—ছোট ভগিনী—স্নেহের আধার যদি সেই পাপিষ্ঠ ছলে বলে কৌশলে এই অবোধ বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়া থাকে, তবে ইহার উপায় কি হইবে? অভাগিনীর তবে আর গতি কি আছে?

নিভৃত নির্জ্জন চন্দ্রকরবিধৌত রজনীর কোলে শুদ্ধ গৃহ মেঝেয় বসিয়া সঙ্কুক্তা যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি! মিথ্যা কথা বলিও না; সে পাপিষ্ঠ কি তোমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া ছলনা করিয়াছে?"

যমুনা। পাপিষ্ঠ—পাপিষ্ঠ কে? মাণিক রায় কখনই নহে; নিশ্চয় ভাটের ভুল হইয়াছে।

সঙ্কুক্তা। কখনই না। ভাটগণ অনুসন্ধানে অতি তৎপর।

"হা ভগবান, তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাইত? তিনি সুখে আছেন ত? আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক—তিনি যেন আমার সুখে থাকেন, যেন তাঁহার মাথার একটি কেশ না ছিঁড়ে।"

সারানিশি সেই একভাবে বসিয়া হতভাগিনী যমুনা আপন অদৃষ্টের কথা, মাণিক রায়ের মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভাবিতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল, এইজন্যই বুঝি তিনি আর এদিকে তত শীঘ্র শীঘ্র আসিতেন না। এইজন্যই বুঝি তাঁহার আদর—সোহাগ ভালবাসার মাত্রা অত কম হইয়া উঠিয়াছিল,—এইজন্যই বুঝি তাঁহার মধ্যে মধ্যে অনাদর দেখিতাম।—বালিকার বক্ষভেদ করিয়া প্রণয়-হতাশ-শ্বাস প্রবাহিত হইল।

ক্রমে প্রভাত হইল। পূর্ব্বদিকে রাঙ্গাছবি বালরবির উদয় হইল। পাখীরা সব জাগিয়া দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল।

সঞ্জুক্তা উঠিয়া দেখিল, যমুনাকে যেমন অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে নিদ্রিত হইয়াছিল, এখন সে তদ্রূপ অবস্থাতেই বসিয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুইটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। মুখশ্রী অতিশয় মন্দ হইয়া গিয়াছে।

সঞ্জুক্তার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। বলিল, "অভাগি, যাহা করিবার করিয়াছ, এখন একটু সরিয়া যাও। বাবা জানিতে পারিলে তোমায় খুন করিয়া ফেলিবেন।"

যমুনা। আমার আর বাঁচিয়া লাভ কি দিদি!

সঞ্জুক্তা। মরণই তোমার মঙ্গল। কিন্তু তোমার উপর আমার সমস্ত স্নেহটুকু অর্পিত—মুখখানা বিষণ্ণ দেখিলে ভয়ে আমার বুক ফাটিয়া যায়।

যমুনা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "তোমার বিবাহ

হইয়াছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, স্বামীসোহাগিনী হইয়া দীর্ঘজীবী হও—সুসন্তানের জননী হও—স্নেহ তাহাদিগকেই প্রদান কর। আর আমি হতভাগিনী মরিয়াছি—আমার জন্য আর কেন?"

সঞ্জুক্তারও চক্ষু ফাটিয়া জলধারা নির্গত হইল। যমুনা উঠিয়া চলিল,—বেশ আলু থালু, যেন পাগলিনী। সঞ্জুক্তা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে?"

"আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া সে দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, সদর রাস্তায় গিয়া একখানা গাড়ী করিয়া একেবারে পরিচ্ছদ-বিক্রেতৃ কামন্দকীর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। কামন্দকী তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, অভাগিনী আজি বুঝি, শঠের ছলনা বুঝিতে পারিয়াছে,—আজি বুঝি তাহার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

কামন্দকী বলিল, "কি গা, আজি এ বেশ কেন?"

যমুনার চক্ষুতে তখন জল ছিল না, চক্ষু স্ফীত ও বিস্ফারিত। উদাসনেত্রে কামন্দকীর মুখের দিকে চাহিয়া যমুনা বলিল, "ইনি কোথায় আছেন, জান?"

দুষ্টচরিত্রা কামন্দকী মাণিকরায় সম্বন্ধে সমস্তই অবগত ছিল, সে তাহারই পাপ আলয়ে এইরূপ ছলনায়—এইরূপ চাতুরীতে কত শত কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

কামন্দকী বলিল, "কি জানি বাছা, তিনি না কি দেউলীয়া হইয়া, যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছেন? পোশাকের বাবদ—আমি তাঁহার নিকট অনেক টাকা পাব,

তাই আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম,—সে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সংবাদ দিয়াছে।"

যমুনা। আমার উপায়?

কাম। তোমার মত আরও অনেক বালিকার ঐরূপ উপায়ই করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

যমুনা দাঁড়াইয়া ছিল, হাঁটু ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। সে বড় বেশী রকমে ঘামিতে আরম্ভ করিল, কি একটা কথা বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু মুখ দিয়া বাহির হইল না—তাহার আমূল জিহ্বা শুকাইয়া গিয়াছিল। থর থর করিয়া সমশরীর কাঁপিতে লাগিল। অধোবদনে, নীরবে অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিল। শেষ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার আর কোন সংবাদই তুমি জান না?"

কাম। না গো,—আমি আর তাঁহার খবর কি জানি! আমার এতটা টাকা—তা বুঝি যায়।

যমুনা তাহার দোকানঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একেবারে রাস্তায় গিয়া উপস্থিত হইল, গাড়ী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইয়া তাহাদের বাড়ী যাইতে আদেশ করিল। কিন্তু গাড়ী চালানতে একটু গোল উপস্থিত হইল।

রাজকীয় প্রহরীগণ সারি দিয়া রাস্তার দুইধারে দাঁড়াইল,—পথে গাড়ী ঘোড়া যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। কয়েক-জন অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্যুৎগতিতে একবার সম্মুখ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেল, আবার তেমনিতর দ্রুতগতিতে পশ্চাৎ হটিয়া গেল—আবার আসিল, সে দল

বাহির হইয়া গেল, আবার একদল অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদের দক্ষিণ হস্তে কোষোমুক্ত দ্বিধার তরবারি—কটীতে কোষমধ্যস্থ তরবারি, দক্ষিণ কটিতে বন্দুক—বামহস্তে অশ্বরলা এবং লোহিত পতাকা! একদল অগ্রে—একদল পশ্চাতে, তন্মধ্যে একটি আরব্যদেশীয় শ্বেতবর্ণের অশ্বিনীপৃষ্ঠে একটি যুবক। যুবকের পরিধানে সাচ্চার বুটদার কিংখাপের পরিচ্ছদ, মস্তকে হীরামণিমুক্তাখচিত মুকুট—কটিতে তরবারি, তাহার ধরিবার স্থানে হীরামণিমুক্তার থোপ। যুবকের অশ্বিনী ধীর মন্থর গমনে নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে গ্রীবা বাঁকাইয়া, বল্গা চিবাইয়া, ফেণোদ্গীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে।

রাস্তার একপার্শ্বে গতিশূন্য ভাড়াটীয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া যমুনা অশ্বিনীপৃষ্ঠস্থ সে রাজমূর্ত্তি দর্শন করিল। তাহার দেহের সমস্ত শিরায় শিরায় বিদ্যুদ্বেগে রক্তরাশি ছুটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার চক্ষুর নিকটে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। সে জাগ্রত না নিদ্রিত—কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে মূর্ত্তি দেখিল, সে তাহার প্রাণাধিক মাণিক রায়ের।

সে আর থাকিতে পারিল না,—উন্মাদিনীর ন্যায় একবার চীৎকার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া উঠিল। কিন্তু অভাগিনীর ডাক কতদূরে,—সে রাজকর্ণে উঠিল না। তাহারা সকলেই চলিয়া গেল। ক্রমে পথ পরিষ্কার হইল,—গাড়োয়ান গাড়ী চালাইতেছিল, যমুনা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের জনতা গেল জান?"

গাড়োয়ান বলিল, "মারাবারের রাজপুত্র অমরসিংহ গেলেন।"

যমুনা বিস্ময়চকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "উহার মধ্যে কে রাজপুত্র অমরসিংহ? ঐ সাদা ঘোড়াটায় চড়িয়া যিনি গেলেন, উহাঁকে চেন?"

গাড়। হাঁ, উনিই ত রাজপুত্র অমরসিংহ। উহাঁর মস্তকে মুকুট—পরিচ্ছদে রাজচিহ্ন।

যমুনা। তুমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পার, উনি কে?

গাড়। জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না;—উহাঁর মুকুট ও পরিচ্ছদে রাজচিহ্ন দেখিয়া বালকেও রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারে।

যমুনা আর কোন কথা কহিল না। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া যমুনাকে বাড়ী লইয়া চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পত্র।

যমুনা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, একটা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গৃহের মেঝোয় বসিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সঞ্জুক্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল, তাহার হতভাগিনী ভগিনী বসিয়া বসিয়া কেবলই কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে যমুনা?"

যমুনা পাগলিনীর ন্যায় অর্থশূন্য চাহনিতে সঞ্জুক্তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "দিদি! তিনি মাণিকরায় নহেন।"

সঞ্জুক্তা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যমুনা! তুমি ক্ষেপলে না কি? কি বলিলে! তিনি মাণিক রায় নহেন?

যমুনা। আমরা যাঁহাকে মাণিকরায় বলিয়া জানিতাম,—যিনি আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়াছেন, তিনি মাণিকরায় নহেন।

সঞ্জুক্তা। তবে তিনি কি? তিনি পিশাচ?

যমুনা। তিনি মারাবারের রাজপুত্র—অমরসিংহ।

সঞ্জুক্তা শিহরিয়া উঠিল। সে শুনিয়াছিল, অমরসিংহ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও প্রবঞ্চক। সে ছলে বলে কৌশলে—নানারূপ ধরিয়া শত শত বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

সঞ্জুক্তা কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "যমুনা! কেমন করিয়া জানিলে তিনি রাজপুত্র অমরসিংহ?"

অশ্রুমুখী যমুনা বলিল, "এই মাত্র আমি ফিরিয়া আসিতে গাড়ীতে বসিয়া পথে দেখিলাম—রাজপুত্র অমরসিংহ যাইতেছেন। চিনিলাম, তিনিই আমার সর্ব্বস্বধন।"

সঞ্জুক্তা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ঠিক চিনিতে পারিয়াছ?"

যমুনা। ও মা! যে চিত্র সর্ব্বদা হৃদয়পটে অঙ্কিত আছে, তাহা আর চিনিতে পারিব না?

সঞ্জুক্তা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার যে একটু ক্ষীণরশ্মি মনের মধ্যে জাগিতেছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম, মাণিক রায় যেমন লোকই হউক—যদি তাহার দেখা পাওয়া যায়, পায়ে ধরিয়া, তাহার পায়ে তোমাকে ফেলিয়া দিব। ও মা! সে আশাতেও বাজ পড়িল,—হায়! মাণিকরায় অমরসিংহ! অমরসিংহ কালসর্প! শত শত রমণীর সর্ব্বনাশ এই প্রকারে করিয়াছে ও করিতেছে। দয়া, মায়া, বিবেক-বুদ্ধি, তাহার নাই। হা ভগবান! হতভাগিনী বালিকার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলে?"

সঞ্জুক্তা সেখানে বসিয়া পড়িয়া, বড় কান্না কাঁদিল। যমুনার হৃদয় শোকে মোহে একেবারে পাষাণের মত হইয়া

গেল। সে আর কাঁদে না। তাহার চক্ষু দিয়া আর জল পড়ে না। সে কোন কথাও কহে না—কেবল উদাস নয়নে, হতাশ প্রাণে আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, কেবল অর্থশূন্য উদাস চাহনিতে তাহার মুখের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে থাকে।

ভীমসিংহ সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া তিনিও মর্ম্মাহত এবং শোকার্ত্ত হইলেন। একবার ভাবিলেন, এই কথাটা মারাবারের রাজা গজসিংহের কর্ণে তুলিবেন। আবার ভাবিলেন, গজসিংহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের কোন কথাই কর্ণে স্থান দেন না। বিজয়ী বীর, তাহার বাহুবলেই তাঁহার জয়পতাকা দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান—তাহার অত্যাচারের প্রতিকারে তিনি বিরত; বলিয়া কোন লাভই হইবে না। অধিকন্তু কেবল এই কলঙ্কের কথা জনসমাজে প্রচার হইবে। ভীমসিংহ আরও ভাবিলেন, এই জন্যই বিংশতি জন সশস্ত্র দস্যুকে অবহেলায় একজন মানুষে বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল—এ ক্ষমতা অমর সিংহেই বিদ্যমান।

তৎপরে গোপন অনুসন্ধানে জানিলেন, যোধপুরে মাণিক-রায় এই মিথ্যা নাম ভাঁড়াইয়া কুমার অমর সিংহই আপন বিবেকহীনতায় আনন্দ বিকাশ করিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিলেন, এইজন্যই—ধরা পড়িবার ভয়েই, সে যোগাভ্যাসের ভাণ করিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না। কিন্তু গোপনে গোপনে এই সকল কুকর্ম্মে নিরত থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে মারাবারে গমন করিত।

ভীমসিংহ কয়েক মাস বড়ই মনঃকষ্টে অতিবাহিত করিয়া শেষ জ্যেষ্ঠা কন্যা সঞ্জুক্তাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া, তীর্থ-যাত্রায় গমন করিলেন। আর তিনি ফিরিয়া আসিবেন না বলিয়া গমন করিলেন। যাইবার সময়ে হতভাগিনী যমুনার সহিত একটিবার দেখাও করিয়া গেলেন না—একটি কথাও বলিয়া গেলেন না।

সঞ্জুক্তা ভগিনীকে লইয়া স্বামী-গৃহে গমন করিল। সঞ্জুক্তার স্বামী অতি সৎস্বভাবসম্পন্ন ভদ্রলোক—তিনি হতভাগিনী যমুনাকে যথোচিত যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার হৃদয় মধ্যে যে বিষজ্বালা সর্ব্বদার জন্য জ্বলিতেছে, তাহা হইতে তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে। সে ভাল করিয়া আহার করে না, সময়মত স্নান করে না, কাহারও সহিত কথা কহে না, ব্যাধি হইলে ঔষধ খায় না—এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন তাহার দিদিকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "দিদি! আমায় একটা লোক দিতে পার?"

সঞ্জুক্তা। লোক কি হবে?

যমুনা। একবার তাঁহার নিকট একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিতাম।

সঞ্জুক্তা। কাহার নিকটে—নর-পিশাচ অমর সিংহের নিকটে?

যমুনা। হাঁ।

সঞ্জুক্তা। তাহা হইলে কি হইত?

যমুনা। কি জবাব দিতেন, শুনিতাম।

সঞ্জুক্তা। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা সহজ নহে—সে রাজপুত্র।

যমুনা। একটা চতুর মেয়ে মানুষ হ'লে ভাল হয়। একদিনে না হয়, তিন চারিদিন সেখানে থেকে—দেখা ক'রে চিঠিখানা তাঁহাকে দিয়ে, কি জবাব দিতেন, একবার দেখ্‌তেম। তাঁর হস্তাক্ষরটা পেলেও আমি সুখী হতেম।

সঞ্জুক্তার নয়নকোণে জল আসিল। বলিল, "হা হতভাগিনী!—তোমার হৃদয় ভরা এমন পূর্ণ প্রেম—এমন অপাত্রেও ন্যস্ত করিয়াছ!"

তখন সঞ্জুক্তার বড় দয়া হইল। সে ভাবিল, একটা লোক দিব, যদি পত্র লিখিয়া কোন কিছু করিতে পারে। সেই দিনই সঞ্জুক্তা তাহার স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া একটা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককে ঠিক করিল। স্ত্রীলোকটি বড় চতুরা বলিয়া প্রখ্যাতা। নায়ক নায়িকার দৌত্যকার্য্যে, পাড়ার বিবাহে ঝগড়া করিতে, মেয়েদের মধ্যে কোন্দল বাধাইয়া দিতে তাহার সিদ্ধ বিদ্যা। আবার কাহারও কুটুম্বের সহিত কাহার মনোমালিন্য চলিতেছে, সে স্থলে গিয়া দু-কথা বুঝাইয়া বলিয়া মনের মিল করিয়া দেওয়া, কাহারও স্বামী দেখিতে পারে না—সে স্থলে দশ কথা শুনাইয়া দিয়া, তাহাকে বশীভূত করা, কাহারও রোগ হইলে তাহার বাড়ী পড়িয়া রাত্রি জাগরণ করা, এ সকলে তাহার সর্ব্বদা ইচ্ছা। তাহার নাম ভূতোর মা।

ভূতো নামক তাহার যে পুত্র বা কন্যা বর্ত্তমান্ আছে, তাহা নহে—কখনও যে ছিল, তাহাও কেহ জানে না।

তবে যে তাহার "ভূতোর মা" এ নাম কেন হইল, তাহা আমরা অবগত নহি। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, ভূতো নামক এক ব্যক্তি তাহাকে ধর্ম্ম মা বলিয়াছিল, সেই জন্য লোকে তাহাকে ভূতোর মা বলিয়া ডাকিত। কেন না তাহার নাম করিয়া ডাকিলে কাহারও নিস্তার ছিল না—যে তাহার বয়সে ছোট, তাহাকে বলিত, "ব্যাটা, তুই কি আমার নাড়ী-কাটা দেখিয়াছিলি?" যদি সম-বয়সীতে নাম ধরিয়া ডাকিত, তবে বলিত,—"আ মরণ! যেন আমার দাদা বুড়, তাই নাম ধ'রে ডাক্‌চেন।" আর যাহারা তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারা নাম করিয়া ডাকিলে, সে কাঁদিয়া মাটী ভিজাইয়া দিত, বলিত—"আমি গরীব বলিয়াই কি হ্যানস্তা করিয়া আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে হয়?" সুতরাং নাম করিয়া ডাকিবার উপায় কাহারও ছিল না। কোন সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে গেলেও বিপদ। যাহারা বয়সে ছোট, তাহারা যদি দিদি বলিয়া ডাকিত—তবে বলিত, "আঃ মরণ! উনি যেন আমার কতকালের ছোট।" মাসী বলিয়া ডাকিলে বলিত, "ডেক্‌রা—ঠাট্টা করিবার কি আর মানুষ নাই—আমি তোর বাবার শালী।" পিসী বলিয়া ডাকিলে বলিত, "তোর বাপ যে আমার মামা রে, অলপ্‌পেয়ের বেটা—আমি তোর কোথাকার পিসী?" মা বলিয়া ডাকিলে বলিত,—"তবে রে আঁটকুড়ীর বেটা, আমি কি তোর বাপের বৌ?"—কথায় তাহাকে কোন সম্পর্ক ধরিয়াই কেহ ডাকিতে পারিত না। এই জন্যই—এবং এই ভিত্তির উপরই তাঁহাদের গবেষণা ও যুক্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক পণ্ডিত ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার

করিয়াছেন—কিন্তু কথাটা আমরা তত গ্রাহ্য করিতে পারি না। তবে প্রমাণে কোন ছিদ্র নাই।

যাহা হউক, ভূতোর মা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, যমুনা একখানা পত্র লিখিতে বসিল। দশবার চক্ষুর জল মুছিয়া, দশবার লিখিতে গিয়া, কাটিয়া কুটিয়া শেষে এক পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিল। সে তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছিল,—

"পাষাণ হৃদয়!

"আমি তোমায় দেখিয়া সব ভুলিয়াছিলাম বলিয়াই কি এমনি করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে হয়? তোমার ভাল-বাসা ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি শত জনের—সহস্র জনের, কিন্তু আমি তোমারই। তুমি রাজরাজেশ্বর—আমি ভিখারিণী। একবার আমাকে সেই বেশে—গোপনে আসিয়া দেখা দিয়া যাবে না কি? আমাকে প্রকাশ্যে গ্রহণ করিবে—তেমন আশা আমি করি না। আমার তেমন অদৃষ্ট হইলে, তুমি এমন করিয়া আমায় ফাঁকি দিতে না। প্রাণ সর্ব্বস্ব! একবার দেখা দিও—যে যাহার জন্য কাঁদে, যে যাহাকে ভিন্ন আর জানে না, তাহাকে কাঁদাইও না। পত্রের উত্তর দিও।"

"তোমার চিরদাসী—

যমুনা।"

যমুনা আরও কত কি লিখিত। কিন্তু মনে মনে কত শত ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা তাহার মুখে ফুটিল না, লেখনীতেও আসিল না। সে একেবারে ভুলিয়া গেল। আর কিছুই লিখিতে পারিল না। যাহা হইল, তাহাই লিখিয়া

একখানা খামে আঁটিয়া, ভৃত্যের মার হাতে পত্র দিয়া, হতাশ নয়নে তাহার মুখের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া, তাহাকে বিদায় করিল।

যমুনার সেই ম্লান মুখখানি দেখিয়া ভৃত্যের মা মনে মনে ভাবিল, যেরূপেই পারি—ইহার কথাটা তাঁহাকে ভাল করিয়া বলিয়া আসিয়া তবে ছাড়িব।

সে চলিয়া গেল। যমুনা জানুদ্বয়ের মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কবুল জবাব।

ভূতোর মা পত্র লইয়া মারাবারের রাজধানীতে চলিয়া গেল। কয়েক দিন পরে সে তথায় উপস্থিত হইয়া কুমার অমর সিংহের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুত্রের সহিত সহজে সাক্ষাৎ করা ভূতোর মায়ের কর্ম্ম নহে। ভূতোর মাও চতুরা—সে সন্ধানে সন্ধানে জানিতে পারিল, মারাবারের পূর্ব্বপ্রান্তে অমর সিংহের উপপত্নীর আবাস বাটী। তাহার নাম সরযূ।

সরযূর বাড়ীটি সুপ্রশস্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন;—চারিজন রাঠোর বীর দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত।

ভূতোর মা সরযূর বাড়ীর দ্বারের নিকটে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার নিশ্চয়তা ছিল, এখানে আসিবার সময়ে অবশ্য কুমার কিছু রাজকুমারোচিত জাঁক জমকে আসেন না;—এ পথে আসিলে তাঁহাকে পত্র প্রদান করিতে পারিব।

রাত্রি ছয় দণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে দিন শুক্ল পক্ষের নিশি। চন্দ্রের বিমল ভাতিতে দশদিক পুলকিত ও সমুদ্ভাসিত। এই সময় একখানা এক্কা গাড়ী আসিয়া সরযূর

দরওয়াজায় দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে অমর সিংহ লাফাইয়া পড়িয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রহরী নতশির হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভূতোর মা ভাবিল, ইচ্ছা করিলে, আমি এখনই এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারি। অরসিক দ্বারবান আমার গতি রোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু অমর সিংহের প্রণয়িনী সরযূ ওখানে আছে, ওখানে তিনি যমুনা সম্বন্ধে কোন কথাই স্বীকার করিবেন না, বা করিতে পারিবেন না। হয় ত তাহাকে কখনও দেখিয়াছেন, বা নাম শুনিয়াছেন, তাহাও স্বীকার করিবেন না। আবার কুমার যে সারা রাত্রির মধ্যে বাহির হইবেন, তাহারই বা স্থিরতা কি?

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে দ্বারবানকে বলিল, "কুমার বাহাদুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন না?"

দ্বার। হাঁ—তোমার কি প্রয়োজন?

ভূ-মা। আমি তাঁহার দূতী। একটা মেয়ে-মানুষের খবর আছে। কুমার বাহাদুরকে একবার বাহিরে ডাক।

ভূতোর মা ভালরূপেই জানিত, যাহাদের হীন চরিত্র, তাহারা যত বড় অবস্থাপন্ন ও পদগৌরবসম্পন্ন ব্যক্তিই হউক— একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী, এ সংবাদ শ্রুত হইলে, আর থাকিতে পারে না। সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। কেন না, কোথাকার কোন খবর আছে,—অথবা নূতন শিকারের সম্ভাবনাই যদি থাকে।

ভূতোর মায়ের কথায় দ্বারবান বলিল, "তুমি নিজেই বাড়ীর মধ্যে যাওনা কেন।"

ভূতোর মা বিরক্ত স্বরে বলিল, "দ্বারবানজি! তুমি কি এতই বোকা—একটি প্রণয়িনীর সাক্ষাতে আর একজনের কথা বলে! তুমি ডাকিয়া দেবে কি না, তাই বল?".

দ্বারবান জানিত, এ সকল কর্ম্মে ক্রুটী হইলে, তাহার মনিব বড় চটেন। কাজেই সে একজন দাসীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিয়া কুমার বাহাদুরকে গোপনে সংবাদ দিতে বলিল, দাসী তখনি চলিয়া গেল, এবং আদেশ প্রতিপালন করিল।

দূতীর কথা শুনিয়া কুমার বাহাদুর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কি একটা কাজের ছল করিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া ভূতোর মাকে দ্বারবানের গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

ভূ-মা। পিপার হইতে।

অমর। তোমাকে কে পাঠাইয়াছে?

ভূ-মা। যমুনা বাই।

অমর। কেন?

ভূ-মা। একটা চিঠি আছে।

অমর। যমুনা! আমাকে! চিঠি কেন?

ভূ-মা। জানি না, পড়িয়া দেখুন।

অমরসিংহ পত্র লইয়া পাঠ করিলেন। বার দুই ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "তাহাকে বলিও, তাহার মত ভালবাসার লোক আমার অনেক আছে। অনেকে আমাকে ঐরূপে ডাকিয়া থাকে, কিন্তু যে কয়দিন প্রীতি থাকে, সে কয়দিন যাই, তার পরে আবার কেন? তাহাকে বলিও, আমাদের

ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই। সে যেন আবার বিবাহ করে। আমার সহিত আর ইহজীবনে সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কত রমণীকে কুমারী অবস্থায় ভাল বাসিয়াছি—শেষে আবার তাহাদের বিবাহও হইয়াছে।"

এই বলিয়া নিষ্ঠুর অমরসিংহ সেই পত্রখানি ছিন্ন করিয়া, দ্বারবানের গৃহস্থিত গাম্‌লার আগুনে ফেলিয়া দিল,—অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা ভস্মাবশেষে পর্য্যবসিত হইয়া গেল।

অমর সিংহের কথায় ভূতোর-মার ভারি রাগ হইল,—সে দশ কথা শুনাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ততদূর সাহসে কুলাইল না। তখন সে রাগে গর গর করিতে করিতে বলিল, "আপনি মহৎ লোক, দেশের রাজ-রাজ্যেশ্বর—আপনার অসীম ক্ষমতা, আপনি যাহা করেন, তাহাই শোভা পায়। কিন্তু সে অবোধ বালিকাকে এরূপে মজাইয়া, তাহার রমণী-জীবনের সাররত্ন অপহরণ করিয়া শেষে এই জবাব! সে যে খায় না, স্নান করে না, কাহারও সহিত কথা কহে না—কেবলই আপনার কথা ভাবে। তার উপরে কি এমনি ব্যবহার করিতে হয়!"

অমরসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার ও কপালটা আছে, যাহার সহিত দু'দিন কথা কহি, সেই-ই আমার জন্ম পাগল হয়। কিন্তু সকলকেই ত আর রাণী করা যায় না। যারা এক কথায় ভুলে, বিবাহ না হ'তেই পরপুরুষে আত্মদান করে, তাহারা কি ভদ্রলোকের পত্নী হইবার উপযুক্ত পাত্র?"

"ওঃ! ছি ছি—অমরনাথ! তোমার এই কথা! কোমল হৃদয় অবোধ বালিকাগণকে নানা ছলে ভুলাইয়া, চন্দ্র সূর্য্য

টানিয়া লইতে গেলেন। যমুনার মস্তকের কেশরাশি খুলিয়া সমস্ত পৃষ্ঠ, বক্ষ, অংসে ও কপোলে পতিত হইল।

বলপ্রকাশে মাণিকরায়ের বাহুবেষ্টন হইতে বিচ্যুত হইয়া এলোকেশী গ্রীবা বাঁকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমি কুমারী। আমাকে অমন করিতেছ কেন? বাবার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব কর। তিনি বোধ হয় স্বীকৃত হইবেন।

মাণিক। হৃদয়ে হৃদয়ে বিবাহই বিবাহ। আমাদের গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ সম্পন্ন হউক। আমি তোমাকে হৃদয়ে না লইয়া আর থাকিতে পারিতেছি না।

যমুনা। আমায় পাপে মজাইও না।

মাণিক। তবে তুমি আমায় ভালবাস না। যদি ভাল না বাস, বিশ্বাস না কর—স্বচ্ছন্দে গৃহে যাও। আমার কোন আপত্তি নাই।

যাহার উপরে প্রাণাকৃষ্ট, তাহার ম্লান মুখ—তাহার অভিমান কি সহ্য হয়? সরলা বালিকা বুঝিল না। সে আবার মাণিক রায়ের পার্শ্বে উপবেশন করিল। অতি কাতরে বলিল, "আমার মনে কষ্ট দিও না। অশান্তিই কষ্টের কারণ।"

মাণিকরায় তাহা শুনিল না। সে বিবিধ প্রকারের সোহাগে আদরে বালিকার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিল। প্রেম-দুর্ব্বল বালিকা-হৃদয় তখন বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে তখন চেতন ছিল, কি অচেতন ছিল—তাহা তাহার সংবাদই ছিল না। সে কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না—তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে পড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পতনোন্মুখ দেহ মাণিকরায় দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। মাথাটা ঘুরিয়া গিয়া তাহার বুকের উপরে পড়িল।

যমুনা তাহার সর্ব্বস্বধন হারাইল।

যমুনা বড় অশান্তির বহ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়! সে কি করিয়াছে। ভগিনীর নিকটে, পিতার নিকটে—ধর্ম্মের নিকটে সে জন্মের মত অবিশ্বাসী হইয়াছে। সহসা তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—মাণিকরায়, তাহার এই পাপকার্য্য—দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য দেখিয়া যদি আর বিবাহ না করেন! আর ভাবিতে তাহার শক্তি ছিল না। তাহার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল, জিভ আমূল শুকাইয়া আসিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া সে সেই স্থানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মাণিকরায় যমুনাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বলিলেন, "প্রাণের যমুনা! অমন করিতেছ কেন? তুমি এখন গৃহে যাও। আমি তোমাকে ভুলিব না। বিবাহের একটু বাধা আছে বলিয়া এই কার্য্য সম্পাদিত হইল। এক বৎসরের মধ্যে আমাদের বিবাহ হইতে পারিবে না। কেন হইতে পারিবে না,—তাহা আর একদিন বলিব। তুমি এখানে আবার কবে আসিবে?"

যমুনা তখন সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে কেবল বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ কেন করিলে? যদি করিলে, যেন পায়ে ঠেলিও না। আমি এখন যাই?"

"হাঁ, আজ যাও। আবার যেদিন আসিবে, বলিয়া যাও।" এই কথা বলিয়া মাণিকরায় একবার গৃহলম্বিত ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। একজন পরিচারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাণিক। একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া দাও।

পরি। কোথায় যাইবে?

মাণিক। সদরঘাট রাস্তার একটা বাড়ীতে।

পরি। যে আজ্ঞা।

মাণিকরায় যমুনার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, আমাকে যেন ভুলিও না।"

যমুনার নয়নকোণে জল আসিয়া দাঁড়াইল, সে বলিল— "আমি তোমাকে কখনই ভুলিতে পারিতাম না, কিন্তু আমাকে তুমি একেবারে মজাইয়াছ, আমাকে যেন ভুলিও না। তুমি ভুলিলে, যম ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।"

এই সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে। তখন যমুনা বড় ক্ষুণ্ণমনে মন্দ গতিতে পরিচারিকার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মাণিকরায়ও গুপ্তদ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন।
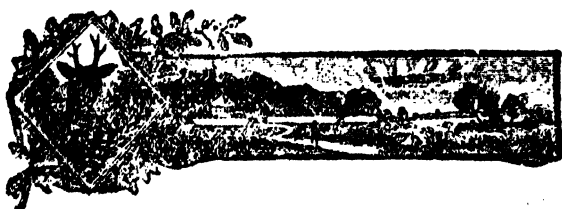
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

এই ঘটনার পরে ছয়টি মাস কালগর্ভে মিশিয়া গিয়াছে। এখন গ্রীষ্মকাল—বৈশাখ মাস। প্রকৃতি নবসাজে সুসজ্জিতা।

এই ছয় মাস কাল মাণিক রায়ের সহিত, কামন্দকীর পরিচ্ছন্না-লয়ে যমুনার গোপন সাক্ষাৎ হইত,—যমুনা বিবাহের প্রস্তাব তাহার পিতার সাক্ষাতে করিতে বলিলে, মাণিকরায় তাহাতে অস্বীকৃত হইত। বলিত, আরও ছয় মাস অতীত হউক, তবে সে একথা ভীমসিংহকে বলিবে। তাহার বিশেষ কারণ আছে, এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইত। দুই তিন মাস যমুনার সহিত সে খুব ঘনঘনই দেখা সাক্ষাৎ করিত, তৎপরে ক্রমে দূরে দূরে—বিলম্বে বিলম্বে সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল। যমুনা মাণিকরায়ের এই ভাব পরিবর্ত্তন দর্শনে মনে মনে শিহরিত। কিন্তু সে দিনে দিনে আরও তাহার একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছিল। মাণিকরায় বিহনে তাহার বুঝি আর অস্তিত্ব নাই। মাণিক রায় বিহনে সে বুঝি আর বাঁচিতে পারিবে না।

মধ্যে মধ্যে বাড়ী হইতে অনশন জন্য সন্ধ্যা যমুনাকে তাড়না

দেবতা সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া, তাহাদের রমণী-জীবনের সাররত্ন অপহরণ করিয়া শেষে এই কথা! যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া, এই সকল পাপকার্য্য করিতেছ, তাঁহারা কি নাই, যদি থাকেন—তবে আজি হউক, কালি হউক, ইহার প্রতিফল পাবে!

ভূতোর-মা রাগে রাগে এই কথাগুলি বলিয়া দ্রুত অথচ ধীর, মন্থর অথচ গম্ভীর চলনে সেথান হইতে চলিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অমর সিংহ—মারাবারের রাজপুত্র—যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কথাগুলি যে বজ্রাদপি কঠোর হইয়া তাঁহার বক্ষে আঘাত করিল। নৈশবায়ু—স্বন্ স্বন্ স্বরে বহিয়া তাঁহার কাণের কাছে ঐ কথাই বলিয়া গেল। দূরে অশ্বত্থ বৃক্ষের ডাল হইতে একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে যেন দেবতাগণের অভিসম্পাতের কথা শুনাইয়া দিতে লাগিল। বাঁশবাগানে একদল শৃগাল;—শৃগাল ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল। হায়, তাহারা যাহা বলিল, তাহার অর্থ কি? তাহারা কি অমরনাথকে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিল।

বাস্তবিকই অমরসিংহের হৃদয় বড় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে ভাব—সে অবস্থা—অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পাপের আলয়ে বিবেকের মৃদু আঘাত কতক্ষণ? আবার পাপের আলোকে—মধুর দাবাদহের বিকট আলোকে সে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। অমরসিংহ হাসিতে হাসিতে সরযূর নিকট গমন করিলেন।
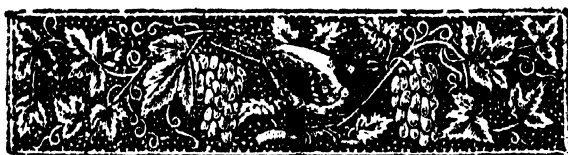
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়াছিলে ?"

অমরসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "একটা লোক ডাকিতে-ছিল, তাই গিয়াছিলাম।"

সরযূ। কি লোক ?

অমর। জানি না, জিজ্ঞাসা করি নাই।

সরযূ। আমি কি জাতি জিজ্ঞাসা করিতেছি না। পুরুষ লোক—না স্ত্রীলোক ?

অমর। স্ত্রীলোক।

সরযূ। বয়স কত ?

অমর। আধা বয়সী হইবে।

সরযূ। কি করিতে আসিয়াছিল

অমর। একটা অভিযোগ ছিল।

সরযূ। কি অভিযোগ শুনিতে পাই না ?

অমর। স্ত্রীলোকের সব কথা শুনিয়া কাজ কি ?

সরযূ। স্ত্রীলোকে যে কথা বলিতে আসিয়াছিল,—তাহা

স্ত্রীলোকে শুনিতে পায় না? বোধ হয়, কোন গুপ্ত প্রণয়িণীর কথা হইবে?

অমর। না গো,—সে কিছু নহে।

সরযূ। তবে কি তোমার মাসীর কথা?

অমর। যাও—তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।

সরযূ। তুমি আমাকেও বড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছ,—আমি তোমাকে স্পষ্ট বলিতেছি, যদি আমার এখানে আসিতে চাও, তবে আর কোথাও যাইতে পাইবে না।

অমর। আমি আবার কোথায় যাই?

সরযূ। শুনিতে কি বাকি থাকে, তোমার নামে অভি-সম্পাৎ না করে, এমন লোক এতদ্দেশে নাই। তুমি দিন দিন বড় খারাপ হইয়া যাইতেছ!

অমর। ভাং প্রস্তুত হইয়াছে?

সরযূ। তা হইয়াছে। কিন্তু আমার গা ছুঁইয়া দিব্য কর—তুমি আর কোথাও যাবে না।

অমর। হাঁ—দিব্য করিতেছি, আর কোথাও যাব না।

স্বর্ণপাত্রে করিয়া সুবাসিত ভাংয়ের সরবৎ আনিয়া সরযূ অমর সিংহের হস্তে প্রদান করিল। অমর সিংহ তাহা পান করিয়া ফেলিয়া সরযূকে বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া বলিল, "সরযূ! তুমি আমাকে ভালবাস?"

সরযূ তাহার কুটিল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া বলিল, "অমর! আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। কিন্তু আমি আর বাঁচিব না। আত্মহত্যা করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইব।"

অমর। কেন প্রিয়তমে! তোমার কি হইল? আমার

এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য, বিপুল ধনরত্ন, অযথোচিৎ সৈন্য সামন্ত,—আর আমার বাহুতে অজেয় শক্তি। তোমার কিসের অভাব প্রিয়তমে! কেন তুমি অমন কথা বলিলে?"

সরযূ মুখভাব অত্যন্ত বিষণ্ণ করিয়া বলিল, "আগে তাহাই ভাবিতাম, ভাবিতাম—আমার মত ভাগ্যবতী, বুঝি আর কেহ নাই।"

অমর। এখন সে ভাব কিসে অন্তর্হিত হইল সরযূ?

সরযূ। তোমাদের সামন্ত-পুত্র গোলাপ সিংহ আমাকে আজি যেরূপে অপদস্থ করিয়াছে, আমি মরিলেও আমার সে যাতনা যাইবে না!

অমরসিংহ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কি—কি! সে কোথায় তোমাকে অপমান বা অপদস্থ করিল?"

সরযূ। আজি বৈকালে আমরা ভগবতী দর্শনে গিয়াছিলাম। দেবীর সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছি, সেই সময় গোলাপ সিংহ অদূর হইতে হাসিয়া বলিল,—"হাঁ, স্বর্গে যাইবার সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য মাকে বলিয়া যাও।"

অমর। বোধ হয়, তোমাকে চিনিতে পারে নাই।

সরযূ। নিশ্চয় চিনিতে পারিয়াছিল,—তাহার সমবয়সী আর একজন কে—আমি চিনিতে পারিলাম না, সে বলিল, "কাহাকে কি বলিতেছ; উনি সরযূ বিবি—অমর সিংহের প্রণয়িনী।"

অমর। শুনিয়া গোলাপ সিংহ কি বলিল?

সরযূ। সে দর্পিত যুবক বলিল,—"রাজাকে বলিয়া

যাহাতে মন্দিরে কোন কুলটার আগমন না হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে। রাজা সহজে না শুনিলে সভা করিয়া প্রতিবাদ করিতে হইবে। অমর সিংহটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে, উহার জ্বালায় মারাবার রাজবংশে কলঙ্কারোপিত হইল। আমরা কোথাও মুখ দেখাইতে পারি না।

অমর। তার পর?

সরযূ। তার পরে, সেই যুবকটি বলিল, "চুপ কর—সব কথা অমর সিংহের কর্ণে উঠিবে।"

অমর। শুনিয়া সে কি বলিল?

সরযূ। দর্পিত গোলাপ সিংহ বলিল, "আমি ত আর কিশোরীকুলকামিনী নহি যে, আমাকে ভুলাইয়া অমরসিংহ আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে!

দাম্ভিক অমর সিংহ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাহার কণ্ঠরক্তে তোমার পদরঞ্জিত করিতে পারি যদি, তবে জীবন রাখিব—নতুবা নহে, ইহাই আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।"

সরযূ জানিত, উদ্ধত প্রকৃতি ক্রোধনস্বভাব বীর অমর-সিংহ যাহা মুখে বলে, কার্য্যেও তাহা সম্পন্ন করিয়া তবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। তাহার কামনা সুসিদ্ধ হইল, তাহার অপমানের প্রতিশোধ হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া, অমর সিংহের মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "এখন স্থির হও—জানি, তোমার প্রণয়িনীকে ওরূপে অবমাননা করিয়া গোলাপ সিংহ কখনই সুস্থ দেহে জীবন লইয়া মারাবারে অবস্থান করিতে পারিবে না।"

অমর সিংহের তখন সিদ্ধির নেশা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ে তখন বেশ-সুখ-তরঙ্গের হিল্লোল বহিতেছিল।

অমরসিংহ তাহার প্রণয়িনী সরযূর গলাবেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল, "সরযূ!—প্রাণের সরযূ!—একটা গান গাও।"

সরযূ আকর্ণ বিশ্রান্ত নীলনয়নের কটাক্ষ বিক্ষেপ পূর্ব্বক, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "তবে তুমি বাজাও।"

অমরসিংহ সঙ্গত করিতে লাগিলেন। সরযূ কিন্নরীকণ্ঠে গাহিতে লাগিল। সরযূ গাহিল,—

মুখপানে চেয়ে মন মজা'য়ে গেছে,
আঁখিতে চকিতে যাদু ক'রে ফেলেছে।
সে যে আঁখিতে আঁখিতে নীরব ভাষাতে,
মরমের কথা যত সব ব'লেছে।

ক্রমে গান থামিল,—তাহার স্বরলহরী দিগন্তের প্রাণে মিশাইয়া গেল।

অমর সিংহ নিস্তব্ধ হইয়া সেই পতিতা সরযূর সুন্দর মুখের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের পরিণাম।

ভূতোর মা পিপারে গিয়া যমুনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং সমস্ত কথা তাহার নিকট সবিস্তারে বর্ণন করিল। শুনিয়া হতভাগিনীর আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু দিগন্তের কোলে মিশাইয়া গেল। তাহার প্রাণের ভিতর একটা ঘোর ঝটিকা-বর্ত্তের ভীষণ-প্রবাহ বহিয়া উঠিল,—সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, কপাল টিপিয়া ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

ক্রমে সকল কথা তাহার মনে উদয় হইল,—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোক ঝাপ্সা হইয়া আসিল,—সে মূর্চ্ছিত হইয়া সেই মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

কেহ তাহার খোঁজ করে নাই। সপ্তক্তা এখন অন্তর্ব্বত্নী, সে নড়িতে চড়িতে পারে না, সুতরাং ভগিনীর খোঁজ খবর লওয়া তাহার পক্ষে দুর্ঘট; যমুনা একটা ভিন্ন প্রকোষ্ঠে থাকিত। যে দাসী যমুনার জন্য নিযুক্ত ছিল, যমুনা তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া বলিয়া দিত, তুই আপন কাজে যা—কেবল এক একবার আসিয়া আমায় দু'টা খাবার এনে দিস্। যমুনার নির্জ্জনতা বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

যমুনা যে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, এ সন্ধান কেহ পাইল না,—অনেকক্ষণ পরে তাহার আপনাআপনি জ্ঞান হইল,—তাহার যখন জ্ঞান হইল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে—স্তব্ধ নিশীথের বিরাট গম্ভীরতা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যমুনার সেদিকে লক্ষ্য নাই—তাহার প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া যাইতেছে, সে চৈতন্য প্রাপ্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার বসিয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর যে যাতনা হইতে লাগিল, তাহা বচনাতীত।

সে ক্ষিপ্তার ন্যায় দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে লাগিল; মাথা কুটিতে লাগিল,—গালে মুখে চড়াইতে লাগিল—সজোরে বুকের উপর করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে এইরূপ করিতে করিতে একবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল—সেই স্ফীত হৃদয়াবেগ থামিল,—ঝড়ের পূর্ব্বে নদীতরঙ্গ যেমন নিস্তব্ধ হয়, যমুনার হৃদয় সেইরূপ একবার থামিল,—আবার তাহার হাহাকার রবে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

সারারজনী যমুনা এইরূপে কাঁদিয়াই কাটাইয়াছিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে একবারও নিদ্রা যায় নাই—তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তরঙ্গ একটিবার মাত্রও নিস্তব্ধতাবলম্বন করে নাই। যখন রাত্রি প্রভাতে দাসী তাহার গৃহে আগমন করিল,—তখন সে যমুনার উন্মাদ মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেল। দেখিল,—যমুনা আর সে যমুনা নাই—তাহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে এখন উন্মাদিনী। উন্মাদিনীর মত তাহার কেশপাশ আলু থালু। পরিধানের কাপড় অবিন্যস্ত। মুখভাব উন্মাদের মত—চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিস্ফারিত।

দাসী তখনই গিয়া সঞ্জুক্তাকে সে সংবাদ প্রদান করিল। সঞ্জুক্তা শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত দ্রুতপদে আসিয়া যমুনার নিকট উপস্থিত হইল। যমুনা পাগলিনীর মত উদাসনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সঞ্জুক্তা কপালে করাঘাত করিল,—হায়! এ কি হইয়াছে! সত্য সত্যই কি তাহার স্নেহের আধার, সরলতার প্রতিমা যমুনা পাগল হইবে!

সে ডাকিল, "যমুনা!"

যমুনা কথা কহিল না। সেইরূপ অর্থশূন্য উদাস চাহনিতে সঞ্জুক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সঞ্জুক্তা শিরে করাঘাত করিয়া বলিল, "যমুনা! তুমি কি পাগল হ'লে?"

যমুনারও জ্ঞানোন্মেষ হইল,—সে ভাবিল, তাই ত, আমি কি পাগল হইলাম! কাহার জন্য আমি পাগল হইব,—কেন তাহার জন্য আমার এ পাগলামী। সে আমাকে যে জবাব দিয়াছে,—তবে কেন তার জন্য আমি কাঁদি? তার জন্য কৈ কাঁদি? নিজের জন্যই নিজে কাঁদি। তাহাকে দেখিবার জন্য কাঁদি,—দেখিলে আমার সুখ,—না দেখিতে পাইলে দুঃখ হয়, তাই দেখিবার জন্য কাঁদি! আর কাঁদিব না,—এবার হাসিব। যমুনা হাসিয়া উঠিল। এ হাসি সে হাসি নহে,—যে হাসি হাসিতে সর্ব্বাঙ্গে আনন্দধারা উছলিয়া উঠে, এ হাসি সে হাসি নহে। যে হাসি হাসিলে প্রাণে সুখের লহরী ক্রীড়া করে—সর্ব্বাঙ্গে লহরী-লীলার তরঙ্গ বহে—এ হাসি সে হাসি নহে। নীরস—কঠোর—অর্থশূন্য হাসি অথবা ওষ্ঠের কুঞ্চন মাত্র।

সে হাসি দেখিয়া সঞ্জুক্তা বুঝিল, হতাশপ্রণয়ে বালিকাহৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—হৃদয়ের বৃত্তি সমুদয় পরিশুষ্ক হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাই হতভাগিনী ক্ষেপিয়া গেল। হা অদৃষ্ট! হা যমুনা! তোমার অদৃষ্টে কি ইহাই ছিল! সঞ্জুক্তা একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—অভাগিনীর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা নির্গত হইতেছে—আর অধরে বিকট হাসি হাসিতেছে।

সঞ্জুক্তা ডাকিল, "যমুনা!"

যমুনা উত্তর করিল না। কেবল হাঁ করিয়া সঞ্জুক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সঞ্জুক্তা বলিল, "দিদি! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। তোমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আর হাত নাই। এক্ষণে আমি তোমার দিদি। আমি তোমাকে আজন্ম প্রতিপালন করিব, আমার সন্তান হইলে তুমি লালন পালন করিও—তোমার ভগিনীপতিও অতি ভদ্রলোক, তিনি তোমাকে আমা হইতে যত্ন করিয়া থাকেন। তোমার অন্য কোন কষ্ট হইবে না। তুমি কেন অমন করিতেছ? অমন করিও না—আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।"

যমুনা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,"আমি দেশের রাণী—মারাবারের ভাবি মহারাণী, আর তুমি দিদি দোকানদারের বৌ, আমাকে তুমি খেতে দেবে? হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

যমুনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। সেই বিকট হাসি। সঞ্জুক্তা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার স্বামী তখন বাড়ীতেই ছিলেন,—সঞ্জুক্তা কাঁদিতে কাঁদিতে

তাঁহার নিকটে ভগিনী সম্বন্ধে সমস্ত কথা যথাযথ বিবৃত করিয়া বলিল।

শুনিয়া তিনিও অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বলিলেন, "দেখ সঞ্জুক্তা! জীবমাত্রেই আপন আপন কর্ম্মফলে ভোগাদি করিয়া থাকে, খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তোমার ভগিনীর প্রাক্তন ঐ প্রকারই ছিল,—তুমি আমি বা অন্য শতজনে তাহার কি করিতে পারিবে? যাহা হউক, সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে এবং দাসীকে বলিয়া দিবে, যেন কোন দিকে সে ছুটিয়া বাহির না হয়।"

স্নানের সময় হইল, দাসী গিয়া যমুনাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিল,—সে কট্‌মট চক্ষুতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ, গোলাপ জলের চৌবাচ্ছা কৈ? আমি রাণী, আমি কি তোর কূপের জলে স্নান করিব?"

দাসী তাহাকে টানিয়া আনিয়া সেই কূপের জলেই স্নান করাইয়া দিল।

পরিচারিকা আহারীয় আনিয়া দিল। যমুনা খাইতে চাহে না,—সে বলে, আমি মাবারের মহারাণী, আমার খাদ্য কি ঐ প্রকারের?

সকলে বুঝিল,—যমুনা আর সে যমুনা নাই। সে ঘোর উন্মাদ হইয়াছে।
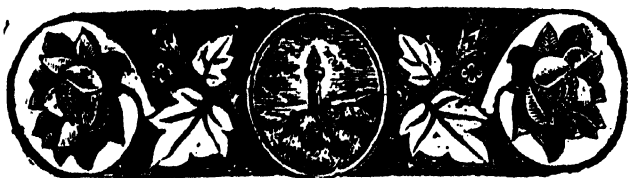
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা ও অপহরণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। সর্ব্বত্র অন্ধকারের বিরাট গম্ভীরতা।

রাজ প্রাসাদের একটা উজ্জ্বলালোক প্রতিভাসিত বহিঃ-প্রকোষ্ঠে বসিয়া অমর সিংহ কয়েকটি সহচরের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। সকলেরই চক্ষু ভাং সেবন জন্য রক্তবর্ণ। অমর সিংহ বলিলেন, "আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

প্রথম সহচর বলিল, "আপনি দেশের মহামান্য রাজাধিরাজ গজসিংহের পুত্র। নিজেও শত্রুজয়ী বীরপুরুষ—আপনার ত সহ্য হইবেই না। আমরাও ইহাতে বড়ই অপমান জ্ঞান করিয়াছি।"

দ্বিতীয়। তা আর বলিতে! সুবিধা পাইলে, আমিই ইহার প্রতিশোধ দিতাম।

জলদগম্ভীরস্বরে অমরসিংহ বলিলেন,—"গোলাপ সিংহ! গোলাপ সিংহ এতদূর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া উঠিল,—আমাকে অবজ্ঞা! আর যত ষড়যন্ত্র হইতেছে, শুনিতেছি সে সকলের সহিতই সংলিপ্ত আছে।"

প্র-স। হাঁ—যোধপুর হইতে রাজা যে কতকগুলি অভি-যোগ আপনার নাম উপস্থিত করিয়া আমাদের মহারাজের নিকট লিখিয়াছেন—তাহাতেও না কি গোলাপ সিংহ সংলিপ্ত আছে ?

দ্বি-স। না কি, কি ? নিশ্চয়ই আছে।

অমর। থাকিয়া কি করিবে ? যোধপুরের রাজা! হুঃ! আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্যকে সিংহাসনে বসাইব।

প্র-স। আপনিই সেখানে মাণিকরায় নাম গ্রহণ করিয়া অনেক লোককে প্রতারিত করিয়াছেন, অনেক মহাজনের টাকা ফাঁকি দিয়াছেন। অনেক সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া-ছেন,—তাহাই যোধপুরের রাজা আমাদের মহারাজের নিকট লিখিয়াছেন। গোলাপসিংহ তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সমস্ত সামন্তগণকে উত্তেজিত করিতেছে। সামন্তগণও না কি ইহার প্রতিকার ও বিচারের জন্য একান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।

দ্বি-স। আমাদের মহারাজা কি বলিতেছেন ?

প্র-স। তিনি কি যুবরাজের বিরুদ্ধে কিছু বলেন,—তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যুবরাজ। যুবরাজের বাহুবল তিনি কি অবগত নহেন ? তিনি জানেন, সমস্ত মারাবার একত্রিত হইলেও যুবরাজের বাহুবলের সহিত সমকক্ষ হইবে না। তাই হবে, হ'চ্চে, দেখা যাবে, ইত্যাকার বলিয়া বিলম্ব করিতেছেন।

অমর। সে সকল আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু গোলাপ সিংহ যে সরযূকে অপমান করিয়াছে, তাহার সাক্ষাতে আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব

না। আমার হৃদয় জলিয়া যাইতেছে,—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—সরযূর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—গোলাপ সিংহের কণ্ঠরক্তে তাহার পাদরঞ্জিত করিব।

প্র-স। সে আর আপনার পক্ষে কঠিন কি? তবে একটা কথা।

অমর। কি কথা?

প্র-স। তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করিলে সামন্ত-সমাজে একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইতেও পারে।

অমর। তাহাতে ভয় কি?

প্র-স। যোধপুরের রাজাটাও আবার তাহাদের সহিত যোগ দিলেও দিতে পারে।

অমর। অমরসিংহ তাহা গ্রাহ্যও করে না।

প্র-স। তাহা অবগত আছি! তবে যাহাতে—

অমর। যাহাতে কি?

প্র-স। যাহাতে দেশের মধ্যে গোলযোগ না বাধে—যুদ্ধ হাঙ্গামা না হয়, অথচ পাপাশয় গোলাপসিংহ ধ্বংস হয়—আপনার প্রতিজ্ঞাও পালন হয়, এমন উপায় অবলম্বিত হইলে মন্দ হয় কি?

অমর। এমন উপায় কি?

প্র-স। তাহা কি নাই?

অমর। কি আছে বল?

প্র-স। রাত্রে, সে যখন গৃহে নিদ্রা যাইবে—তখন সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কাটিয়া রাখিয়া তাহার কণ্ঠরক্ত লইয়া আসিলেই ত হয়।

অমর সিংহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সে পরামর্শ মন্দ নহে। তবে আজই।"

সহচরেরা একবাক্যে বলিল, "মন্দ কি—আজিই হউক।"

পরামর্শ স্থির হইয়া গেল।

ক্রমে রজনী দ্বিপ্রহর হইল,—জগৎ নিস্তব্ধ, প্রকৃতি কোলাহল পরিশূন্য—গাঢ় নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে যেন দিবসের শ্রান্ত ক্লান্ত পৃথিবী অলস স্বপনে নিমগ্না হইয়া গিয়াছে।

অমরসিংহ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া সামন্তপুত্র গোলাপ সিংহের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন।

তাহাদের বাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, সজাগ প্রহরীতে দ্বার রক্ষা করিতেছে। তখন পশ্চাদ্ভাগে গিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। একে একে সকলেই গোলাপ সিংহের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পা টিপিয়া টিপিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে যে গৃহে গোলাপসিংহ শয়ন করিয়া থাকে, তাহা বাহির করিলেন।

ধীরে ধীরে—অতি ধীরে—অস্ত্রদ্বারা তাহার লৌহশিকল কাটিয়া অমরসিংহ গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহে গমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে দরওয়াজা খুলিয়া দিলেন,—তাঁহার পরামর্শমতে একজন সহচর গিয়া পশ্চাদ্ভাগের দুইদিকের দুইটি দরওয়াজা খুলিয়া রাখিয়া আসিল।

একখানি সুন্দর সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি গোলাপ সিংহ শয়ন করিয়াছিল। আর তাহার পার্শ্বে একছড়া গোলাপ তোড়ার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী শায়িত ছিল—সে

গোলাপ সিংহের পত্নী। স্বামী স্ত্রীতে নিদ্রানিমগ্ন। অমর-সিংহ গোলাপ সিংহকে হত্যা করিতে গিয়া আর পারিলেন না,—তাঁহার দৃষ্টি সেই যুবতীর অপ্সরারূপের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পাপ হৃদয় সেই অপ্সরারূপের জলন্ত জ্যোতিতে ঝল্‌সিয়া উঠিল—তখন অমরসিংহ—পাপাশয় অমরসিংহ সেই নিদ্রিত যুবতীর মুখবন্ধন করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল;—গোলাপ সিংহকে আর কাটা হইল না।
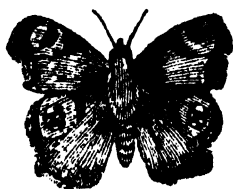
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চিতারোহণ।

অমরসিংহ যুবতীকে লইয়া, নগরপ্রান্তে একটা বাগান-বাটীকায় প্রবেশ করিলেন। নিস্তব্ধ গৃহ—নির্জ্জন প্রদেশ—সেই গৃহে গিয়া যুবতীর মুখবন্ধন খুলিয়া দিলেন। অগ্নি সংগ্রহ করিয়া গৃহে একটা ক্ষীণ আলো জ্বালিলেন।

যুবতী হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। তাহার আকুল ক্রন্দনে সমস্ত গৃহখানি মুখরিত হইল, কিন্তু তাহার করুণবিলাপ—বিষাদ আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণে পৌছিল না—তাহা সেই নিশীথের স্তব্ধতার কোলে নৈশ সমীরণে মিশিয়া গেল।

অমর সিংহ তাহার নিকটে তাহার পাপ হৃদয়ের বাসনা ব্যক্ত করিলেন। যুবতী—সতী, যুবতী কোন প্রকারেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। তাহার চক্ষুর জল শুষ্ক হইয়া গেল। সে মূর্ত্তি ক্রমে দৃঢ়তায় পরিণত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিল, "অমর! তুমি উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার এ কি স্বভাব? এত নীচ প্রবৃত্তি তোমার কোথা

হইতে আসিল? তুমি কি জান না, সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া, সতীর অপমান করিয়া, জগতে কেহ কখনও সুখে থাকে নাই। তুমি নিত্য নিত্য সতী স্ত্রীর অপমান করিতেছ—তাহাদের অমূল্যনিধি অপহরণ করিতেছ; কিন্তু তোমার পরিণাম কি প্রকার ভাবিয়া দেখিতেছ না! তোমার দুটি পায়ে ধরি—আমাকে ছাড়িয়া দাও—আমি চলিয়া যাই।"

উদ্ধতপ্রকৃতি পাপহৃদয় অমরসিংহের প্রাণে সে কথা পৌঁছিল না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রূপসি! তোমার অমন রূপ, আমি উপভোগ না করিয়া কি ছাড়িয়া দিতে পারি?"

দৃঢ়তার স্বরে যুবতী বলিল, "সাবধান! আমার গায়ে হস্তার্পণ করিও না।"

অমরসিংহ হাসিয়া তাহার গলা বেষ্টন করিয়া বক্ষস্থলে হস্তার্পণ করিলেন। যুবতী চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "সাবধান! এত অত্যাচার—সতীর এত অপমান ভগবান কখনও সহ্য করিবেন না, এখনও দিবারাত্রি হইতেছে—এখনও চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতেছে!"

অমরসিংহ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলপ্রকাশে সতীত্ব অপহরণ করিয়া, আপনার পাপ বাসনার পরিতৃপ্ত সাধন করিলেন। সতী হাহাকার করিয়া সমস্ত গৃহখানি মুখরিত করিতে লাগিল।

অমরসিংহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন যদি তুমি বাড়ী যাইতে চাও—রাখিয়া আসিতে পারি।"

যুবতী অমর সিংহকে গালি দিতে দিতে বলিল, "আর কোথায় যাব রাক্ষস! স্বামী দেবতা—আর কেমন করিয়া

তাঁহার নিকটে মুখ দেখাইব? নরাধম! আর কেমন করিয়া তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিব? পাপমতি! তুই দেশের রাজপুত্র—প্রজাগণের ধন, মান ও স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা করাই তোর কার্য্য! তাহা না হইয়া তুই সে সকলের ভক্ষক!

বলিতে বলিতে যুবতীর মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হইল,—সে দাহ্ অথচ করুণস্বরে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল, "শোন্ নরাধম অমর! যদি একটি দিনের তরেও আমি স্বামীপূজা করিয়া থাকি—যদি আমি যথার্থ সতী হই—আমার যে প্রকারে সর্ব্বনাশ সাধন করিলি, ইহার প্রতিফল পাবি—পাবি—পাবি!"

উদ্ধত ও দাম্ভিক অমরসিংহ সে কথা কর্ণেও তুলিল না। একবার একটু মৃদু হাসিয়া গৃহের বাহির হইলেন।

হায়! সতীর অভিশাপ বজ্রতুল্য হইয়া রাঠোর রাজকুমারের সংহারের কারণ হইল।

অমরসিংহ যেমন বাহির হইয়াছেন, অমনি এক ভীষণ কালভুজঙ্গ তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দংশন করিল। আর তাঁহার একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না—বিষের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সেই নির্জ্জনগৃহে, শুক্লনিশীথে রাঠোর রাজকুমার তনু ত্যাগ করিলেন।

অমরসিংহের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া যুবতী প্রসন্ন হইল। তাহার প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল। সে আলুথালুবেশে পাগলিনীর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় বাহির হইল। কোন্ পথ দিয়া বাড়ী যাইতে হয়, সে তাহা জানে না—তাই উন্মাদিনীর বেশে রাস্তা বাহিয়া চলিল। এদিকে পূর্ব্বদিকে উষার

আলো দেখা দিল,—ক্রমে অরুণ সারথি সূর্য্যরথ লইয়া গগন-পারে উদিত হইল।

যুবতী তখনও রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। তাহার পরিধানের বসনখানিও আলুথালু—মস্তকের কেশরাশি আলুলায়িত, কতক পৃষ্ঠে, কতক গণ্ডে, কতক দুই বাহুতে পড়িয়াছে। নিশাবসান সময়ে শিশির আসিয়া সে চুলের উপরে পড়িয়া মুক্তার ন্যায় বিন্দু আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে নবোদিত লোহিত সূর্য্যকর আপতিত হইয়া যেন শিশিরোপরি সূর্য্যবিম্ববৎ প্রতিভাত হইতেছে। যুবতীর কোন সংজ্ঞা নাই, কোন জ্ঞান নাই, সে আপনমনে চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছ, কেন যাইতেছে, তাহা নিজেই জানে না; তবু চলিয়াছে।

এদিকে গোলাপ সিংহের একটু পরেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে তাঁহার পত্নী নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন—গৃহস্থিত আলোকের সাহায্যে চারিদিকে চাহিলেন, সহসা একটা জানালার একটা দিক কাটা দেখিলেন—গৃহে একখানা তরবারি পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। চমকিত হৃদয়ে তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিলেন,—তরবারিখানি দ্বিধার এবং মূল্যবান্। গৃহ শূন্য,—কোথাও তাঁহার স্ত্রী নাই।

গোলাপসিংহ শিরে করাঘাত করিলেন। তাঁহার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই তবে কে অপহরণ করিয়াছে। তিনি পাগলের ন্যায় বাহির হইলেন,—সেই অন্ধকার রাত্রে চারিদিকে খুঁজিলেন, কিন্তু তাহার সন্ধান কোথায়? গোলাপসিংহ আর বাড়ী ফিরিলেন না, সমস্ত নগর অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

এখন তিনি কোথা হইতে ফিরিতেছিলেন,—পথে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল। যুবতী স্বামীকে দেখিয়াও দেখিল না—তাহার দর্শনশক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না;—সে যেমন চলিয়া যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল।

গোলাপসিংহ যাহাকে সারারজনী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহার দেখা পাইলেন,—ছুটিয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! তোমার এ বেশ কেন?"

যুবতী স্বামীর দিকে চাহিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল—তাহার স্বামীর উরুদেশে মস্তক রহিয়াছে, সে তাহাদের বাড়ীতে নীত হইয়াছে। দেখিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—বিষাদ-করুণনয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে ছুঁয়ো না।"

"আমি,—আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না?" গোলাপ সিংহ এই কথা বলিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন।

যুবতীকে পথে ঐরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, গোলাপ সিংহ ভাবিয়াছিলেন, সতী কোন প্রকারে দস্যুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, অজ্ঞানাবস্থায় পথে ঘুরিতেছিল। অপরে বলিল, উহাকে নিশিতে পাইয়াছিল।

গোলাপসিংহ যাহা বলিলেন, তদুত্তরে যুবতী উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"তোমায় চিনি না প্রভু! তুমি আমার নারীজন্মের ইষ্টদেবতা—তবু তোমায় আমি চিনি না? আমার সমস্ত বুকখানা চিরিয়া দেখ, তোমার মূর্ত্তি সমস্ত বুকে আঁকা

আছে—তোমায় চিনি না প্রাণেশ্বর! কিন্তু দেবতার ভোগ কুকুরে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে,—আর ইহা দেবতার ছুঁইতে নাই।”

গোলাপ সিংহের চক্ষুর উপর পৃথিবী ঘুরিয়া উঠিল। মস্তিষ্কে আগুন জ্বলিতে লাগিল,—শরীরের সমস্ত রক্ত বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্ব শরীরময় দ্রুত স্পন্দনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “কি বলিলে? আমার হৃদয়-প্রতিমা চণ্ডালে স্পর্শ করিয়াছে? কে সে? বল, তাহার প্রতিফল দিয়া তবে আমি যাহা হয় করিব। উঃ! আর সহ্য করিতে পারি না,—জগদীশ্বর! এ কি শুনিলাম!”

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “তাহার প্রতিফল ভগবান দিয়াছেন,—সতীর সতীত্ব-মহিমা সতীনাথ রাখিয়াছেন। আমার সর্ব্বনাশ করিয়া পাপাত্মা যেমন বাহির হইয়াছে, আর কাল সর্পরূপ ধরিয়া তাহাকে দংশন করিয়াছে,—বিষের এমনই প্রভাব যে, তদ্দণ্ডেই সে পড়িয়া মরিল!”

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গোলাপ সিংহ বলিলেন, “কে রে—কে আমার ইষ্টদেবীকে ম্লেচ্ছান্ন ভোজন করাইল, কে আমার পবিত্র দেবীকে অপবিত্র করিল,—কে আমার সাধের সাজান বাগানে আগুন ধরাইয়া দিল—আমার যে হৃদয়ভরা ভালবাসা, প্রাণভরা স্নেহ—কে রে আমার সোহাগের কুসুম নখরে ছিঁড়িয়া ফেলিল! কে সে নরাধম?”

যুবতীর চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল পড়িতেছিল—তাহার মূর্ত্তি তথাপিও বড় ভয়ঙ্করী,—সে উচ্চকণ্ঠে বলিল,—“আর কে,—দেশের শত্রু, দশের শত্রু—পাপাশয় দুর্ম্মতি রাজপুত্র অমরসিংহ।”

গোলাপ সিংহ হাহাকার করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। সেখানে অনেক লোক আসিয়া জুটিল,—সকলেরই মুখে ক্রোধের ও ঘৃণার চিহ্ন বিদ্যমান। আজি যদি অমরসিংহ জীবিত থাকিতেন, তবে বোধ হয়, সমগ্র মারাবার তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত,—কিন্তু সে নাই,—সতীর অভিশাপ বুকে করিয়া সে লোকান্তর গমন করিয়াছে। হায় অমর! এই নশ্বর দেহ লইয়া—দু'দিনের জন্য কত জনেরই যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গোলাপ সিংহের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। গোলাপসিংহ একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

গোলাপ সিংহের স্ত্রী বলিল, "অভাগিনীর একটি কথা আছে, একবার একটু নিভৃতে যাইতে হইবে।"

গোলাপ তাহাকে বড় ভালবাসিত। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল,—তাহার সহিত নিভৃত কক্ষে গমন করিলেন।

যুবতীর চক্ষুতে তখন আর জল নাই,—তাহার মূর্ত্তি তখন বড় স্থির, বড় গম্ভীর। প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের পর নদী যেমন স্থির-গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে,—যুবতীর মূর্ত্তিও এখন তদ্রূপ স্থির ও গম্ভীর।

যুবতী বলিল, "আমি আর পাপ জীবন রাখিব না,—দয়া করিয়া তোমার একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা আমাকে দিবে কি? কিন্তু তোমার পাদুকা স্পর্শের মত পবিত্র আমি আর নাই।"

গোলাপসিংহ শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে কহিলেন, "দিব—অবশ্য দিব। জোর করিয়া তোমার পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তুমি কি চিতা-রোহণ করিবে?"

যুবতী। হাঁ—আর এ অপবিত্র দেহ রাখিব কেন? বড় সাধ ছিল, তোমার মত স্বামী পাইয়া আজীবন ঐচরণ পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিব,—আমি হতভাগিনী, আমার অদৃষ্টে তাহা সহ্য হইবে কেন?

গোলাপ। হতভাগ্য নরাধম অমর আমার হৃদয়-বৃন্ত হইতে আমার বড় যত্নের প্রফুল্ল গোলাপকে ছিঁড়িয়া ফেলিল। দুরাত্মা যদি জীবিত থাকিত, স্বহস্তে ইহার প্রতিফল প্রদান করিতাম। এক্ষণে ভগবানের চক্রে সে আপন মহাপাতকের ফল ভোগ করুক।

যুবতী। আর আমাকে বিলম্ব করাইও না—আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া আমাকে চিতা সজ্জা করাইয়া দাও। এ অপবিত্র চিতা কোন ব্রাহ্মণে সাজাইবেন না—তোমার ভৃত্যাদের দ্বারা সাজাইয়া দাও।

গোলাপ। তুমি কি সত্য সত্যই মরিবে?

যুবতী। কি সুখে—কোন্ আনন্দে বাঁচিব?

গোলাপ। তোমায় দেখিলেও সুখে থাকিতে পারিতাম। কিন্তু কি দেখিব—দেখিলে যে আরও জ্বলিয়া মরিব। না, না,—তোমার মরাই ভাল।

সজল নয়নে যুবতী বলিল, "তুমি আবার বিবাহ করিও। আবার তাহাকে লইয়া সংসারে সুখী হইও। কিন্তু দিনান্তে

এক একবার এ হতভাগিনীকে মনে করিও—যখন সাঁজের বাতাসে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, ভাবিও, আমার এক দাসী ছিল—সে চণ্ডালের অত্যাচারে আমার চরণহারা হইয়াছে।"

গোলাপ সিংহ কাঁদিলেন। এবার বালকের ন্যায় আকুল স্বরে কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি আর বিবাহ করিব না। যে বাহুলগ্না সতী স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে নাই—সে আবার বিবাহ করিবে কেন?"

গোলাপ সিংহ বাহিরে গিয়া ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া চিতা সজ্জা করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

নদীতটে চিতা সজ্জিত হইল।

সহমরণে যাইবার সময় যে প্রকার চিতা সজ্জা ও তাহার উপকরণাদি সজ্জীভূত হয়, ইহা তাহার কিছুই নহে। রাজাজ্ঞা আনিতে একজন সর্দ্দার গমন করিয়াছিলেন,—রাজা সমস্ত ঘটনা জানিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে মোহরাঙ্কিত আদেশ পত্র প্রদান করিলেন—তাহাতে লেখা ছিল, "সতী যদি নিজ ইচ্ছায় অন্যের প্ররোচনাশূন্য হইয়া তাপিত দেহ জুড়াইতে মরিতে চায়, তাহা রাজাদেশের বহির্ভূত বিধি নহে।"

যুবতী নিজ গাত্রের অলঙ্কার সমুদয় স্বামীর পাদপদ্মের উপর রাখিয়া বলিল, "তুমি বিবাহ করিয়া এ সকল আমার ভাইয়ের দিও।"

বাটীর সকলে তাহাকে কিছু আহার করিতে বলিল। সে বলিল, "এ পাপ দেহে—আর একবিন্দু জল স্পর্শও করিব না।"

নদীসৈকতে গমন করিল। চিতায় ইন্ধন সংযোজিত হইল।

বায়ু সহায়ে চিতায় ইন্ধন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—স্বামীর কাষ্ঠপাদুকা বুকে লইয়া স্বামীর পদরজ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যুবতী তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—অগ্নিটা একবার একটু কাঁপিয়া উঠিয়া—একটু স্তিমিতত্তা অবলম্বন করিয়া আবার ধূ ধূ করিয়া ভীমবাতাসে জ্বলিয়া উঠিল। আর নাই—যুবতী আর নাই। সে সোণার শরীর চিতাভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

গোলাপ সিংহ চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইতে ভাসাইতে বলিতে লাগিলেন, "যাও প্রাণেশ্বরি! স্বর্গে যাও—তুমি সতী: তোমার পার্থিব দেহ অপবিত্র হইয়াছিল, তাহা ফেলিয়া—ভস্মে পরিণত করিয়া চলিয়া গেলে—যাও, ঐ দেখ, স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। তোমার বক্ষরক্তে মারাবারের পাপ দূর হইল—তোমার অভিসম্পাতে দেশের কুলকামিনীর শত্রু—সতীর সতীত্বনাশক দুর্ব্বৃত্ত জন্মের মত দূর হইয়াছে। সতী হইয়া সতীর রক্ত দিয়া সতীকুলকে রক্ষা করিলে।"

চিতাভস্ম নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল, বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বহুপ্রসঙ্গ।

গোলাপ সিংহ গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু পত্নীশোকে তিনি একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন পতিরতা মধুরতা-ময়ী পত্নী কাহার ভাগ্যে ঘটে?—হায়, এমন সোণার কমল পাপাশয়ের হস্তে একেবারে দলিত হইয়া গেল,—কেন আমি তাহাকে রাখিলাম না। গোলাপ সিংহের হৃদয় চমকিয়া উঠিল,—তিনি ভাবিলেন, রাখিয়া কি করিতাম? দেবীপ্রতিমা অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট হইলে তাহা আর কে পূজার দালানে রাখিয়া থাকে—তাহার বিসর্জ্জনই বিধি। কিন্তু খড় দড়ি রাংতা যায়,—যায় স্থূল, সূক্ষ্ম ত কোথাও যায় না। যাহাকে বুঝি-তেছি, অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না, তাহাই সূক্ষ্ম—আর যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি নাড়িয়া চাড়িয়া অনুভব করিতে পারিতেছি, তাহাই স্থূল। স্থূল সূক্ষ্মের পরমাণু সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমষ্টি গিয়া ব্যষ্টিতে পরিণত হইয়াছে—সে আগে আমার স্থূলদেহে আমার সঙ্গিনী ছিল,—এখন সমস্ত পরমাণুতে মিশিয়া আমাকে দেখিতে পাইতেছে—

আমি তাহাকে ভুলিব কেন? তাহাকে ভুলিতে পারিব কেন? প্রেম কি মরিলেই ফুরায়—যদি ফুরাইয়া যায়, তবে প্রেম বালকেরই ক্রীড়ণক হইত।

গোলাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর বিবাহ করিবেন না। আর সংসারে থাকিবেন না। প্রেমের লহরীটুকু বুকে করিয়া দেশে দেশে—নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে ঘুরিবেন। ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিবেন, আর তাহারই প্রেমের গান গাহিয়া গাহিয়া জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিবেন। প্রেম কি ভুলিবার জিনিষ!

তৎপরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া গোলাপ সিংহকে আর কেহই মারাবারের ত্রিসীমায় দেখিতে পাইল না।

মহারাজ গজসিংহ বীরপুত্রের এইরূপ ভীষণ মৃত্যুদর্শনে মনে মনে বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ অমর সর্পাঘাতের অপমৃত্যুতে মরিল। রাজপুত্র হইয়া দীনের ন্যায় উদ্যানের ভগ্নগৃহে সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইল। বীর হইয়া চোরের মত ভুজঙ্গবিষে জ্বলিয়া তনু ত্যাগ করিল।

এখন গজসিংহ বুঝিতে পারিলেন, পুত্রকে শাসন করিবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক কাতর প্রার্থনা করিত, তখন যদি তাহাকে শাসন করিতাম, তখন যদি সতর্ক হইতাম—পাপকার্য্যে তাহাকে বাধা দিতাম, তবে কখনই এমন হইত না—অকালে বীরপুত্রকে সাপের মুখে ডালি দিতে হইত না। পুত্রকে শাসন করিলে কেবল যে দেশের লোকের উপকার হইত, কেবল যে দেশের লোক অত্যাচারী রাজশক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইত, তাহা নহে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের চরিত্র সংশোধন হইয়া

যাইত, এবং আজি এই ঘোরতর পুত্রশোক-বহ্নিতে আমারও হৃদয় বিদগ্ধ হইয়া যাইত না।

রাণীও পুত্রশোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন। অমরের বিবাহিতা দুইটী স্ত্রী ছিল,—তাহারা স্বামীর সহিত জলন্তচিতায় পুড়িয়া স্বামীশোক নিবৃত্তি করিল।

রাজপরিবারের এই শোকে দেশের লোক কেহই সহানুভূতি করিল না। অমরের মৃত্যুতে কষ্টানুভব করিল না। অত্যাচারীর পতনে সকলেই মনে মনে সুখী হইল।

অমরের উপপত্নী সরযূ অমর সিংহের এই শোকাবহ মৃত্যুতে কয়েক দিবস একটু ম্লান ছিল।

সরযূ প্রকৃত প্রস্তাবে অমর সিংহকে ভালবাসিত না,—কুলটা কখনও ভালবাসিতে পারে না,—পুণ্য যেখানে—প্রেম সেখানে, প্রেম যেখানে—ধর্ম্ম সেখানে, ধর্ম্ম যেখানে—নারায়ণ তথায় বিরাজিত।

অমরসিংহ সরযূকে প্রচুর অর্থদানে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সরযূর আর একটি গুপ্তনাগর ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে সরযূ তাহার সুরম্য গৃহবাতায়নে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, এমত সময়ে তথায় তাহার নাগর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "কি গো! রাজপুত্রের জন্য পাগল হবে নাকি?"

সরযূ তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া বলিল, "না—তা নয়। একটা কথা শোন না।

নাগর। কান আছে বল, শুনিতেছি।

সরযূ। অমর বোধ হয় ভূত হইয়াছে।

সরযূর যিনি গুপ্ত নাগর—তিনি একটি রাস্তার পাহারা-ওয়ালা,—জাতিতে অবশ্য রাঠোর। ভূতে তাঁহার বড় ভয়।

চমকিয়া উঠিয়া সে বলিল, "ওমা, সে কি? কে বলিল?"

সরযূ। আমি বলিতেছি, ঘুমাইলেই তাকে স্বপ্নে দেখি

নাগর। তা এমন হয়; ভূত হ'লে স্বপ্নে দেখা দেয়। তা হবে না ভূত! সাপের কামড়ে অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। তবে এখন দিনকতক আমি তোমার বাড়ীতে আর আস্‌বো না। কি জানি, যদি আমার উপর রাগ করিয়া আমার ঘাড়টা মট্‌কাইয়া দেয়।—রাম! রাম!

বলিতে বলিতে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সরযূ বলিল, "দেখ, আমি দুপুরবেলা একটু শুইয়াছিলাম, তখনও ভাল করিয়া ঘুম আসে নাই—কি আদৌ আসে নাই। অমনি দেখি,—অমরসিংহ আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আর সে রাজবেশ নাই, তাহার পরিধানে কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠামাখা—তাহাতে কৃমি কীট সকল নড়িয়া বেড়াইতেছে। আর দুইজন প্রকাণ্ডকায় কালো মানুষ,—তাহার মস্তকে লৌহ ডাঙ্গস মারিতে মারিতে লইয়া যাইতেছে, সে আসিয়া আমার ঘরে লুকাইল,—কিন্তু তাহারা আমার ঘর পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া মারিতে লাগিল। ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে ছাড়িতে সে অঙ্গুলী দিয়া আমাকে দেখাইয়া দিল—বলিল, "অনেক কাজে আমাকে ঐ-ই প্রবৃত্ত করিয়াছে। ওরি জন্য"—আর কথা কহিতে হইল না। তাহারা তাহাকে মারিতে মারিতে লইয়া চলিয়া গেল। যন্ত্রণার ভয়ে আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সরযূর নাগর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "ঠিক্ হ'য়েছে, ঠিক্ হ'য়েছে—সে নিশ্চয়ই অপদেবতা হ'য়েছে—যার ঘাড়ে লেগেছিল, ঐ ভূটা আবার তাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। রাম—রাম—সীতারাম! এই দেখ না, আমার গাটা শিউরে ডোল হ'য়ে উঠেছে।"

সরযূ বলিল, "অমরের পরিণাম দেখে পাপে বড় ঘৃণা হয়।"

নাগর মহাশয় বলিলেন,—"তোমার বাড়ীতে আর আমি আসিব না।"

সরযূ বলিল, "ও মা! এই অসময়ে—এই দুর্দ্দিনে আমি একেলা থাকিব কি প্রকারে? তুমি কেন আসিবে না?"

নাগর। তোমার জন্য আমি কি শেষে ভূতের হাতে প্রাণ হারাব। সে জীয়ন্তেই যে রাগী ছিল,—তায় আবার ভূত হ'য়েছে।

তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, সরযূ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ডাকিতে লাগিল, ওগো ফিরে এস—যেও না—আমাকে একা ফেলে যেও না।"

তিনি কিন্তু আর প্রণয়িণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

আসল কথা,—অমর সিংহের একটি সহচর সরযূর কৃপা-প্রার্থী হইয়াছেন, এখনই তাঁহার আসিবার কথা—তাই কুলটা গুপ্তপ্রণয়ীকে ঐরূপ ভয় দেখাইয়া বিদায় করিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নকল রাণী।

রাঠোর রাজপুত্র অমর সিংহের এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

একদিন সন্ধ্যার পরে আহারীয় লইয়া আসিয়া দাসী যমুনাকে বলিল, "কিছু শুনেছ?"

যমুনা উদাস চাহনিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সব শুনেছি। রাজপুত্র আজ আমার ঘরে আস্‌বেন।"

দাসী বলিল, "তুমি কি একেবারেই পাগল হ'লে?"

যমুনা হাসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "রাজপুত্র আস্‌-বেন ব'লে তোর ভয় হ'চ্চে না কি? তা তুই দাসী—তোর ভয় কি? রাজারা ত আর বাঘ নয়।"

দাসী। তোমার সে গুণধর রাজপুত্রের কি হ'য়েছে শুনেছ?

যমুনা। কে রাজপুত্র?—কার কথা?

দাসী। অমরসিংহ।

ঝনাৎ করিয়া দরওয়াজা পড়িলে সুষুপ্ত ব্যক্তির যেমন চমক হয়, অমরসিংহ নামটা শুনিয়া যমুনার তেমনি চমক

হইল। দাসীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"অমরসিংহ, কি বলিতেছিলে?"

দাসী। অমরসিংহ নাই—সর্পাঘাতে মরিয়াছেন।

যমুনার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। দাসী বলিতে লাগিল, "পাপের প্রতিফল ভগবান প্রদান করেন, অমর আর একটি সতীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বাগানের একটা ঘরে তাহার উপর অত্যাচার করিয়া ফিরিয়া বাড়ী যাইতেছিলেন, দুয়ারের ধারে কালসর্প ছিল—সে দংশন করিয়া পাপের প্রতিফল প্রদান করিল, বিষে জ্বলিতে জ্বলিতে সেই স্থানেই তিনি তনু ত্যাগ করিলেন। পাপ—পাপ কোথায় যাবে! রাজার উপরেও রাজা আছেন। পাপ করিয়া দণ্ড হইতে কেহই অব্যাহতি পান না। আহা!—তোমার দশা কি করিয়াছে! এর কি প্রতিফল নাই?

দাসী যমুনাকে আহার করিতে বলিল, যমুনার সেই ক্লান্ত-বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে কেবলই জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। আজি যেন তাহার একটু জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে—সে পাগল-হৃদয়ে একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এ কথা তুমি কোথায় শুনিলে?"

দাসী। কেন, দেশের সকলেই শুনিয়াছে।

এই সময় যমুনার ভগিনীপতি দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যমুনা কেমন আছে, দেখিবার জন্য সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দাসী বলিল, "অমরসিংহ নাকি মরিয়াছে?"

তিনি বলিলেন,—"সে কথা কেন?"

যমুনা বলিল, "আমি শুধাইতেছিলাম।"

"হাঁ—অমর সিংহের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। তুমি আজ একটু ভাল আছ, কেমন ?"—এই বলিয়া যমুনার ভগিনীপতি যমুনার মুখের দিকে চাহিলেন।

যমুনা বলিল, "হাঁ।"

তিনি চলিয়া গেলেন। দাসী আহার করিতে অনুরোধ করিলে যমুনা বলিল, "আমার আজি ক্ষুধামাত্র নাই—ওগুলা তোর ছেলের জন্য নিয়ে যা।"

দাসী সে উপরিলাভের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। দুই একবার যমুনাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া শেষে সেগুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

যমুনা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—হায়, অমর—প্রাণের অমর—ইহজগতে নাই! আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে? যাবার সময় আমাকে কেন ডাকিয়া লইল না—আমার আর ত্রিসংসারে কে আছে, কাহার নিকটে আমাকে ফেলিয়া গেল ?"

সে ক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক সহজেই খারাপ হইয়া উঠিল। সে সমস্ত রাত্রি আপনমনে আপনি উঠানে নামিয়া ফুল তুলিল—মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল। কাগজ কাটিয়া মুকুট বানাইয়া মাথায় পরিল, বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়িয়া হাতে কাণে পায়ে বাঁধিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অতিবাহিত করিল।

রাত্রে সজুকা স্বামীর নিকটে শুনিল, তাহার ভগিনী যমুনা একটু ভাল আছে, বোধ হয় রোগ সারিয়া যাইবে। বড় আনন্দে ভোরে উঠিয়াই ভগিনীকে দেখিতে তাহার গৃহে গমন করিল।

আসিয়া সে দেখিল, যমুনা কাগজের মুকুট মাথায় দিয়া, ছেঁড়া নেকড়া গায়ে বাঁধিয়া, ফুলের মালা গলে দুলাইয়া খাটের উপর পা দুলাইয়া দুলাইয়া ঝিমাইতেছে। এক একবার হাসিতেছে, এক একবার কাঁদিতেছে। এক একবার ঠোঁট নাড়িয়া আপন মনে কি বকিতেছে।

সঞ্জুক্তা ডাকিল,—"যমুনা! ও কি বোন?"

যমুনা কথা কহিল না। সঞ্জুক্তা পুনরপি ডাকিল। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল—"ও কি হইয়াছে, যমুনা?"

এবার যমুনা তাহার দিদির দিকে চাহিল। গম্ভীরস্বরে বলিল, "কে তুমি? আমি রাণী হইয়াছি। আমার সর্ব্বাঙ্গে হীরামণিমুক্তার গহনা—মাথায় মুকুট। অমরসিংহ আজি রাজা হইয়াছেন, আমি রাণী হইয়াছি। কাল সারানিশি তিনি আমার ঘরে ছিলেন, রাজাদের কত স্ত্রী—কিন্তু রাণীদের ত সেই এক স্বামী—এক প্রভু, এক দেবতা। আমায় কি বলিতেছ? বিরক্ত করিও না।"

সঞ্জুক্তার নয়নজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। তাহার স্বামীর অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়াছে।

যমুনা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কে তুমি? তুমি ত রাণী নও। আমি রাণী। মহারাজ!—মহারাজ!—অমর! প্রাণের অমর! যুদ্ধে যেও না—তুমি বীর, তবু যুদ্ধে যেও না। তোমাকে সেই শত্রুর করে পাঠায়ে আমি বাঁচিব না। কোথা যাও—দাঁড়াও—দাঁড়াও।" যমুনা হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিল,—কাঁদিতে কাঁদিতে প্রলাপ বকিল। তারপর মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই মেঝেয় বসিয়া পড়িল।

সঞ্জুক্তা চীৎকার করিয়া দাসীকে ডাকিল। দাসী আসিয়া তাহার চোকে মুখে জল দিতে লাগিল,—আর একজন আসিয়া ব্যজনীদ্বারা তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

সঞ্জুক্তা দূরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল,—কেন না, সে আসন্নপ্রসবা। যদি পাগলে হাত পা ছুড়িয়া তাহাকে মারে, যদি উদরে লাগে, তবে সে মরিয়া যাইবে।
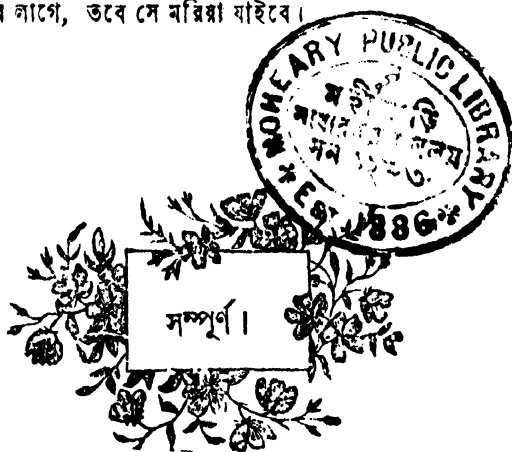
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

প্রেম-উন্মাদিনী।

রাজসংস্করণ, মূল্য ১৷৵০। ডাকমাশুল ।০ আনা।

সুলভ সংস্করণ, মূল্য ৸০ আনা। ডাকমাশুল ।০ আনা।

যাঁহার লিখিত উপন্যাস পাঠে প্রাণের সুর উধাও হয়—পাঠ শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে না, গ্রন্থচিত্রিত চরিত্রগুলি হৃদয়ের মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, সেই সুরেন্দ্রবাবুর লিখিত এই নব প্রকাশিত গ্রন্থ। উপন্যাস জগতের অমূল্য কহিনুর অথবা ত্রিবিধের পারিজাত। প্রেম-উন্মাদিনী প্রেমের বিশেষণ দেখাইবে, প্রেমের হাসি, কান্না, প্রেমের স্বকীয়া পরকীয়া, প্রেমের বিচিত্রতা—প্রেমের লীলাখেলা সকলই দেখাইবে। অথচ সুরুচিসম্পন্ন, স্ত্রীলোকেও পাঠ করিতে পারিবেন, শিক্ষা পাইবেন, দীক্ষা হইবে, আনন্দে অধীর হইবেন। প্রভাতে সেতার নিষ্যন্দিনী ললিত রাগিণীর আলাপচারী বন্ধ হইয়া গেলেও তাঁহার স্বর যেমন প্রাণের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়, পাঠান্তে ইহার মধুরতাটুকু তেমনি প্রাণ ছাড়িয়া যাইবে না।

উপহার।—১। আশাকানন। ২। ডিটেক্‌টিভ গল্প।

সচিত্র গুপ্তচিঠি।

বা

দম্পতীর পত্রালাপ।

চতুর্থ সংস্করণ। (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ৸০ বার আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি দাম্পত্য সোহাগের আদর্শ লিপি ও প্রণয়ের আধার, নানা প্রকার গদ্য ও পদ্যছন্দে পতি পত্নীকে এবং পত্নী পতিকে পত্র লিখিবার উপযুক্ত।

উপহার—সচিত্র রতিশাস্ত্র।

ম্যানেজার—নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ম্যানেজার—নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

সংসার তরু

বা

শান্তিকুঞ্জ।

মূল্য ৩৲ টাকা, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য

ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১৷৷০ দেড় টাকা।

"সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ"—সাধু, অসাধু, ধনী, নির্ধনী, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর—সকল সম্প্রাদয়ের লোকের আদরের বস্তু। "সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ" গ্রন্থে যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইল।

প্রথম অংশ।—সৃষ্টিতত্ব—সৃষ্টি ও পৃথিবীর উৎপত্তি। জীব-তত্ব ও জীবের সৃষ্টি।

দ্বিতীয় অংশ।—সংসারতত্ব—বিবাহ, যৌবনে কর্ত্তব্য কি, পিতামাতার প্রতি ব্যবহার, ধর্ম্মালোচনা, ব্যবহার বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়-পরিচালন, প্রসূতির উপদেশ, সন্তানের শিক্ষা, স্ত্রীব্যাধি সকল, রজঃ,গর্ভসঞ্চার, গর্ভলক্ষণ, ঋতুবন্ধের কারণ, জীবসৃষ্টি, গর্ভিণীর পীড়া, তাহার সুচিকিৎসা, ইচ্ছানুসারে সন্তান উৎপাদন, শিশুপালন ইত্যাদি এবং বারাঙ্গনা, বারাঙ্গনা-গমনের পরিণাম ফল, উপদংশ, প্রমেহ, অকাল মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি।

তৃতীয় অংশ।—চিকিৎসা তত্ব—যাবতীয় রোগের কারণ এবং ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী ও টোটকা চিকিৎসা।

চতুর্থ অংশ।—বৈজ্ঞানিক তত্ব,—বিজ্ঞান কি, ব্যবসা শিক্ষা, নানাবিধ বিলাতী দ্রব্যাদী প্রস্তুত ও তাহার ব্যবসা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার উপায়। গোলাপজল, সাবান, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোন, পমেটম, নানাবিধ বার্ণিস, কালী, সোনালী গিল্‌টি, চুলের কলপ প্রস্তুত ইত্যাদি।

পঞ্চম অংশ।—জ্যোতিষ তত্ত্ব—গ্রহশান্তি, স্বপ্নদর্শন ও তাহার ফল। তিথি গণনা, জন্মনক্ষত্রানুসারে অদৃষ্ট ফলাফল গণনা।

ষষ্ঠ অংশ।—পাগলের ফিলজফি—নানাবিধ শিক্ষার বিষয় ইহাতে আছে।

সপ্তম অংশ।—তীর্থতত্ত্ব—কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং পেঁড়ো মক্কা মদিনা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ ইত্যাদি যাবতীয় তীর্থ স্থানের বিবরণ, কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহার ব্যয়, যাইবার ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীর্থে যাইয়া কোন বিষয় জানিয়া লইবার জন্য পাণ্ডার আবশ্যক হয় না।

অষ্টম অংশ।—ব্রতত্ত্ব—ইহাতে ফলসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্রত, তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য, তাহার ব্যয় এবং কোন্ কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লেখা আছে।

নবম অংশ।—পারত্রিক তত্ত্ব—একাসে পাপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হয়। সেই পাপের ভোগাভোগ সকল চিত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে।

দশম অংশ।—শান্তিকুঞ্জ—ইহা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ যিনি একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভুলিবেন না।

নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ গীতাভিনয়।

মূল্য ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ সহ ১॥০ দেড় টাকা

যে গীতাভিনয়ের অভিনয় শুনিয়া লোকের মুখে সুখ্যাতি ধরিত না, যে গীতাভিনয় অভিনয়কালে লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, যে সীতার করুণ ক্রন্দন শুনিয়া দর্শকগণ চক্ষে জল ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই; ইহা সেই "শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ গীতাভিনয়।" এতদিন পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। ইহার বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য।

উপহার—অভিমন্যু বধ গীতাভিনয়।